CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 August, 2023 ■ আগরতলা ১ আগস্ট, ২০২৩ ইং ■ ১৫ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শ্রাবণের পূণ্য সোমবার ভগবান শিবকে স্নান করাতে জল সংগ্রহে যাচ্ছেন ভক্তরা। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

শান্তি ফিরছেই না সংসদে

মণিপুর ইস্যুতে বিরোধীদের হইহট্টগোলে পন্ড অধিবেশন

নয়াদিল্লী, ৩১ জুলাই (হিঃসঃ)।। শান্তি ফিরছেই না সংসদে, মণিপুর ইস্যুতে বিরোধীদের হইহট্টগোলের জেরে সোমবারও পন্ড হল সংসদের কাজকর্ম। সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ সংসদের উভয়কক্ষের অধিবেশন শুরু হয়, কিন্তু শুরু থেকেই মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতির দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন 'ইন্ডিয়া' জোটের সাংসদরা। আর তাই হইহট্টগোলের মধ্যেই দুপুর দু''টো অবধি লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে গিয়েছে।

রাজসভায় দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সাংসদ পীযূষ গোয়েল বলেছেন, 'আমরা চাই আজ দুপুর দু''টোয় সংসদে মণিপুর নিয়ে আলোচনা হোক। তাঁরা (বিরোধীরা) সদস্যদের দেওয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করার চেষ্টা করছে। সরকার মণিপুর নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁরা (বিরোধীরা) ইতিমধ্যেই সদনের ৯টি গুরুত্বপূর্ণ দিন নষ্ট করেছে।'

পরে রাজ্যসভার বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পীযূষ গোয়েল বলেছেন, 'বিরোধীরা কিছুতে ভয় পাচ্ছে, তাঁরা আলোচনা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।' এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডেরেক ও'' ব্রায়েন বলেছেন, 'আমরা মণিপুর ইস্যুতে বিশদ আলোচনা চাই। আমাদের প্রতিনিধিদল মণিপুরে গিয়েছে। এটা খুবই গুরুতর বিষয়, প্রধানমন্ত্রী কেন আসতে পারছেন না? আমরা সবাই মণিপুর নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।'

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার টুইট করে খাড়গে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। টুইটে তিনি লেখেন, 'মণিপুরের জনগণের বেদনা, যন্ত্রণার ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদী সরকার উদাসীন।'

টুইটে খাড়গে লেখেন, 'মণিপুর যখন অশান্তির মুখোমুখি, তখন মোদী সরকার উদাসীন। আমাদের ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা মণিপুর পরিদর্শন করার পরে, মানুষের কাছ থেকে হৃদয় বিদারক বেদনার গল্প শুনেছেন। তাঁরা সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত।' খাড়গে আরও লিখেছেন, 'মণিপুরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছে, শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না, কৃষকরা নিজেদের চাষাবাদ বন্ধ করে দিচ্ছেন, এবং মানুষজন আর্থিক ক্ষতি এবং মানসিক কষ্ট উভয়ের মধ্যেই ভুগছেন।' খাড়গে আরও লেখেন, 'মণিপুর পরিস্থিতি মোকাবিলায় মোদী সরকার অজ্ঞ এবং নির্বোধ বলে মনে হচ্ছে, সংসদে ব্যাপক বিবৃতির অনুপস্থিতিতেই তা স্পষ্ট।'

মণিপুর ইস্যুতে সোমবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় আলোচনা শুরু হতেই দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে গেল। দুপুর দু''টো নাগাদ রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বলেন, মণিপুরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর একটি স্বল্পমেয়াদী আলোচনা নেওয়া হবে। রাজ্যসভায় মণিপুর নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কৈলাসহরে পর্যালোচনা বৈঠক বিদ্যুৎমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে উঠে আসা অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতনলাল নাথ কৈলাসহর মহকুমা সার্কিট হাউসের মিলনায়তনে আজ পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। ওই বৈঠকে মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিধায়ক ভগবান দাস ও বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন মন্ত্রী বলেন, কৈলাসহর মহকুমায় বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই বেশ কিছু অভিযোগ উঠছিল। বিদ্যুৎ পরিষেবার ক্ষেত্রে কোথায় সমস্যা হচ্ছে এ বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই আজ এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, মূলত কৈলাসহরের মানুষের বিদ্যুৎ ভোগান্তি দূর হয়, এ—বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসক, প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

শ্রী নাথ বলেন, এদিনের বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে কৈলাসহরের একটি চা বাগান রয়েছে যেখানে দীর্ঘ বছরেও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি, সেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা হবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কৈলাসহরের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় আমূল সংস্কার হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

ধর্মনগরে যান দূর্ঘটনায় মৃত্যু এক স্কুল ছাত্রের গুরুতর আহত আরও তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। স্কুলে যাওয়ার পথে যান সন্ত্রাসের বলি হয়েছে এক ছাত্র। ওই দূর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরও তিনজন ছাত্র। কুমারঘাট মাছমারা এলাকায় বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। দমকল বাহিনী ওই দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এমজেড০৫৪৮৫৮ নম্বরের একটি বাইকে চেপে চারজন ছাত্র স্কুলে যাচ্ছিল। মাছমারা এলাকায় আসা মাত্র বিপরীত দিক থেকে আসা টিআর০২কে১৬০১ নম্বরের গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। গাড়ির ধাক্কায় বাইক থেকে চারজন ছাত্র রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনী ও পুলিশকে খবর পাঠিয়েছেন।দমকল বাহিনী ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক এক ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃত স্কুল ছাত্র কুমারঘাটের বাসিন্দা রাজেশ মালাকার। আহতরা হল, আশিষ মালাকার, পন্ডিত মালাকার ও রুবেল মালাকার।

শিক্ষকের বদলি রুখতে ডেপুটেশন দিল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় চিত্তামারা স্কুলের শিক্ষক বদলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক মহলের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।বদলির নির্দেশে প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে বিলোনীয়া ইন্সপেক্টর অফ স্কুলে হাজির ছাত্র ছাত্রী সহ অভিভাবক। বিলোনীয়ার চিত্তামারা দশম শ্রেনী বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয় শিক্ষিকা বদলির প্রতিবাদে আজ বিলোনীয়া আইএস অফিসে উপস্থিত হয় স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সহ অভিভাবক। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা একটি দাবি রাখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ছাত্রীকে নিয়ে পালালেন গৃহ শিক্ষক, চার মাস পরও উদ্ধারে ব্যর্থ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩১ জুলাই।। গৃহ শিক্ষকের বিরুদ্ধে নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। তার থেকেও উদ্বেগের বিষয় হল, থানায় অভিযোগ জানানোর চার মাস পরও ওই নাবালিকার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাই, চিন্তায় রাতের ঘুম উড়ে গেছে নাবালিকার অভিভাবকের।

সোমবার অপহৃত নাবালিকা পাপিয়া দেব(১৬)-র বাবা হিমাংশু দেব এবং মা পারুল রাণী দেব কমলপুর প্রেস ক্লাবে গিয়ে মেয়েকে উদ্ধারে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চেয়েছেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা সন্তান পাপিয়া দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তাকে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে গৃহ শিক্ষক হিসাবে পড়াচ্ছেন পূর্ব লাম্বুছড়ার বাসিন্দা প্রয়াত পরেশ দেবের ছেলে পঙ্কজ দেব। ফলে পঙ্কজের উপর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল হিমাংশু ও পারুলের। এই সুযোগেই সম্ভবত পাপিয়াকে ভালবাসার জালে ফেলেছেন পঙ্কজ। গত ১০ মার্চ ওই নাবালিকার মা পারুল রাণী দেব বাড়িতে ছিলেন না। তার বাবা হিমাংশু দেব কাজে বেরিয়েছিলেন। এই সুযোগে পাপিয়াকে নিয়ে চম্পট দিয়েছেন পঙ্কজ।

স্থানীয়দের কাছ থেকে পঙ্কজ ও পাপিয়ার পালানোর বিষয়টি জানতে পেরে ১০ ও ১১ মার্চ সম্ভাব্য সকল জায়গায় মেয়ের খোঁজখবর করেন হিমাংশু ও পারুল। কিন্তু মেয়ের সন্ধান না পেয়ে ১২ মার্চ কমলপুর থানায় পঙ্কজের বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন পারুল। কিন্তু এরপর চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু পাপিয়ার কোন সন্ধান দিতে পারেনি কমলপুর থানা। এখন মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেয়ের ভবিষ্যত গঠনের চেয়েও মেয়েকে সুস্থ অবস্থায় ফেরত পাবেন কি না সেটা নিয়েই বড় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পাপিয়ার বাবা-মা।

আগস্টে রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন করবে সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। আগস্ট মাসে রাজ্য ব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে বড় ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি করতে যাচ্ছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ। সোমবার সংগঠনের অফিস কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানালেন সিটুর রাজ্য সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত। তিনি বলেন আগস্ট মাসের একদিন এখনো দিনক্ষণ ঠিক না হলেও রাজ্যব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির কথা জানালেন তিনি।

সারা রাজ্য থেকে শ্রমজীবী মানুষ আগরতলায় জমায়েত হবে। সেখান থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হবে শ্রমজীবী মানুষের জীবন মান উন্নয়নের স্বার্থে। এছাড়া তিনি বলেন আগস্ট মাসেই রেল এবং বিদ্যুতের বিপর্যয় নিয়ে প্রতিটি জেলায় কনভেনশন করা হবে। তিনি আরো জানান সংগঠনের আওতায় ভুক্ত আনা হবে যারা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা হয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি বিভিন্ন সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছে ওই সমস্ত যুবক-যুবতীদের।

একই সঙ্গে ব্যাংক থেকে যারা ঋণ পাচ্ছেন না সেই সমস্ত শ্রমজীবী মানুষদেরও সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গতকাল সংগঠনের সভায় এই বিষয়গুলি সিদ্ধান্ত না হয়। তিনি অভিযোগ করে বলেন মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার জনগণের স্বার্থ বিরোধী বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যার ফলে সামগ্রিকভাবে দেশ ও মানুষের ক্ষতি হচ্ছে। স্বাধীনতার ৭৬ বছর পরেও মানুষ বিপন্ন। কারণ দেশের বেশিরভাগ অংশ এখন বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছে বলে তার অভিযোগ। খনিজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলা হবে আগরতলা, উদয়পুর ও ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজ্যের সমস্ত জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণে রাজ্য সরকার আন্তরিক। শহর এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আগরতলা পুরনিগম সহ বিভিন্ন পুর সংস্থা ও নগরপা'য়েতগুলিও বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। আজ ভ-পুকুরস্থিত আপনজন ক্লাব প্রাঙ্গণে অমরুত ২.০ প্রকল্পের অধীন ৪৭টি ডিপ টিউবওয়েলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ৩১টি আয়রন রিমুভ্যাল

প্ল্যান্ট, ২৫৮ কিমি পানীয় জলের পাইপলাইন সম্পসারণ এবং ১৬ হাজার ২২৪টি পরিবারে টেপের মাধ্যমে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিয়ম না মেনে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার, সেই সিদ্ধান্তকে না মেনে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে চলেছে বলে অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতা প্রবীর চক্রবর্তী।

আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন এই সিদ্ধান্ত না মানার কারনে বহিঃ রাজ্যের বেকাররা এই রাজ্যে এসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে জাতিগত হিংসার প্রতিবাদে সরব হল গণতান্ত্রিক নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। মণিপুরে জাতিগত হিংসা এবং মহিলাদের উপর বর্বরতার প্রতিবাদে সরব হয়েছে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ত্রিপুরা শাখার সদর বিভাগীয় কমিটি। আজ উত্তর গেইট এলাকায় সংগঠনের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

নারী সমিতির সর্বভারতীয় সভানেত্রী রমা দাসের অভিযোগ, দীর্ঘ তিনমাস যাবৎ গোটা মণিপুর জাতিগত হিংসার আগুনে জ্বলছে।প্রতিনিয়ত মণিপুরে মহিলাদের উপর যেভাবে বর্বরোচিত হিংসা সংগঠিত করা হয়েছে এবং ক্রমাগত চলছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বিজেপি শাসিত মণিপুরে হিংসাত্মক ঘটনা দেশে সভ্যতার কলঙ্ক বলে আখ্যায়িত করেন তিনি।

তাঁর আরও অভিযোগ, প্রকাশিত সংবাদ ছাড়াও মণিপুরে লোকচক্ষুর আড়ালে নানাভাবে নারীদের উপর নির্যাতন এবং পাশবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে আজ উত্তর গেইট এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের পৃথক স্থানে বিস্তর পরিমানে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেফতার পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরায় নেশার প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলছে। নেশাকারবারিরা নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করে নেশা সামগ্রী পাচার ও মজুত করে রাখছে। সোমবার ভোরে সিধাই থানার পুলিশ মোহনপুর বিজয়নগর গ্রামের এক বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১৪০ কেজি শুকনো গাঁজা সহ নগদ ১ লক্ষাধিক টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। সাথে তিন নেশাকারবারিকারীকে আটক করা হয়েছে।কিন্তু বাড়ির মালিককে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক সিদ্ধার্থ শংকর কর।

তিনি জানিয়েছেন, প্রতি দিনের মতো গতকাল গভীর রাতেও এলাকায় সিধাই থানার পুলিশ টহলদারীতে নেমেছিল। তখন সন্দেহজনক তিন যুবক দুটি বাইকে করে যাচ্ছিল। পুলিশ তাদের নির্দেশ দিলে তাঁরা পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের পেছনে ধাওয়া করেছে।তাঁরা পালিয়ে গিয়ে মোহনপুর বিজয়নগর গ্রামের বাসিন্দা প্রশান্ত সরকারের বাড়িতে প্রবেশ করেন। সোমবার ভোরে পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে মোট তিন যুবকের কাছ মোট ১৪০ কেজি শুকনো গাঁজা সহ নগদ ১ লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।কিন্তু বাড়ির মালিক প্রশান্ত সরকারকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, ধৃত তিন যুবক সিপাহীজলার বাসিন্দা আতিকুল ইসলাম, সাগর শীল এবং কিশোর দাস বলে পরিচয় মিলেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত শুকনো গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ৫ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি রেখেছে ত্রিপুরা পুলিশ। তারপরও রাজ্যে নেশাসামগ্রীর পাচার থামানো পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না। নাকা পয়েন্ট থেকে এক গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৫৭ প্যাকেটে মোট ৬০ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে আমবাসা থানার পুলিশ। কিন্তু গাড়ির চালককে আটক করা যায়নি বলে জানিয়েছেন ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়।

ধলাই জেলার পুলিশ জানিয়েছেন, আজ সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আমবাসা উপনগর নাকা পয়েন্টে এএস০৩ওয়াই৫০০৭ নম্বরের চার চাকার একটি সন্দেহভাজন গাড়িকে আটক করেছে পুলিশ। তাতে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির বিভিন্ন জায়গা থাকে ৫৭ প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। ৫৭ প্যাকেটে মোট ৬০ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু গাড়ির চালককে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।

ধর্মনগর থানাধীন রেলগেট সংলগ্ন দুর্গাপুর এলাকা থেকে প্রায় ২ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সমেত দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের দুর্গাপুর ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের দেবাশিস পাল ও দেওয়ানপাশা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানব পাচারে জড়িত দুই যুবককে ঋষ্যমুখে গ্রেপ্তার করল অসম পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বিলোনীয়া, ৩১ জুলাই।। আবারো মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত দুজন গ্রেফতার করল আসাম পুলিশ। গতকাল রাতে বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখ নমপাড়া এলাকা থেকে কাত্তিক নমঃ ও শিব শংকর ঘোষ নামে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঋষি মুখ থানার সহযোগিতায় আসাম পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। এদিন ভোর তিনটায় তাদের নিয়ে আসাম ফিরে যায় পুলিশের দলটি। এই কাজে সহযোগিতা করেছে বিএসএফও। তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইনি ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর জানা গেছে।

গতকাল রাতে হঠাৎ করিমগঞ্জ থেকে আসাম পুলিশ এসে হাজির বিলোনিয়া থানাতে মানব পাচার মামলার সুত্র ধরে,সেই সূত্রেই আসাম পুলিশ, বিলোনিয়া থানার পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের অভিযানে গ্রেপ্তার হয় শিব শঙ্কর ঘোষ এবং কার্তিক নমঃ গতকাল গভীর রাতে। অভিযুক্ত দুই যুবককে আসাম নিয়ে যায় আসাম থানার পুলিশ। অভিযুক্ত দুজনেরই বাড়ি ঋষ্যমুখ ব্লকের নমঃ পাড়ায়। তাদের দুজনকে নমঃ পাড়ার তাদের বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখন দেখার বিষয় পুলিশি জেরায় এই ঘৃণ্য ঘটনার সাথে আর কারা কারা জড়িত বা এই মানব পাচারের সূত্র কোথায়, কেঁচো খুঁড়তেসাপ বের হয় কিনা সেটা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে জনগণ। জড়িত দের বিরুদ্ধে অসমে থানায় মামলা লিপিবদ্ধ করা রয়েছে মামলার নম্বর এসটিএফ ১/২৩। ভারতীয় দন্ডবিধি ১২০বি,১২১এ,১৫৩এ১বি,৪৬০,৪৭১ সহ আরো অন্যান্য ধারা নিয়ে মামলা গ্রহন করে।

এদিকে গত পরশুসিধাই থানার সহযোগিতায় মোহনপুরের বোয়ালিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৮৯ ▫ ১ আগষ্ট ২০২৩ ইং ▫ ১৫ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

হিংসার নেপথ্যে চিনা মদত!

উত্তর পূর্বাঞ্চলের হিংসা যেন রাজ্য মনিপুরে বিদেশি শক্তির মদতের ইঙ্গিত মিলিয়াছে। দেশের সেনাপ্রধান স্বয়ং এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। চির শত্রু বলিয়া পরিচিত চীন মনিপুরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ইন্ধন দিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। স্বভাবতই তাহাতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে। মণিপুরে হিংসার নেপথ্যে যে বিদেশি শক্তির ইন্ধন রহিয়াছে, সেই আশঙ্কা আগেই করা হইয়াছিল। এইবার সেটাই যেন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান এমএম নারাভানে। তিনি দাবি করিলেন,"মণিপুরে ধারাবাহিক হিংসার নেপথ্যে চিনের ষড়যন্ত্র থাকিতে পারে। উত্তর-পূর্বের জঙ্গিগোষ্ঠীগুলিকে ধারাবাহিক ভাবে মদত দেয় চিন।মণিপুর প্রসঙ্গে প্রাক্তন সেনাপ্রধান বলিয়াছেন, মণিপুরের অশান্তিতে চিনের ভূমিকা থাকিবার সম্ভাবনা উপেক্ষা করা যায় না। তিনি এও মনে করিয়াছেন, মণিপুরের এই অশান্তি পর্ব জাতীয় নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করিয়াছে। তবে একই সঙ্গে প্রাক্তন সেনাপ্রধান জানাইয়াছেন, যে ভারত সরকার যে চিনের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।নারাভানে মনে করিতেছেন, পূর্ব লাদাখের মতোই উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অশান্তি তৈরির চেষ্টা করিতেছে চিন। তবে সেই সঙ্গেই তাঁহার মন্তব্য,"আমি নিশ্চিত যে ভারত সরকার চিনের এই অভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত এবং এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা উপযুক্ত পদক্ষেপ করিবে।উল্লেখ্য, মণিপুরে সক্রিয় রহিয়াছে প্রায় ২৫টি কুকি জঙ্গি গোষ্ঠী। একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার মতে, এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিতেছে চিন ও আইএসআই। জানা গিয়াছে, এখনও পর্যন্ত আটশোরও বেশি অত্যাধুনিক রাইফেল ও এগারো হাজার রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হইয়াছে। এছাড়াও, পাহাড়ে রহিয়াছে মাদকচক্রের ঘাঁটি। মায়ানমার হইয়া সেই মাদক পৌঁছিয়া যায় গোটা বিশ্বে। এইসব মাদকের কবলে পরিয়া যুব সমাজ ধ্বংসের পথের ধাবিত হইতেছে। এই ভয়ঙ্কর প্রবণতা হইতে যুব সমাজকে রক্ষা করিতে সময় উপযোগী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

গরু পাচার, বিএসএফের সঙ্গে লড়াইয়ে জলঙ্গিতে নিহত এক

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স)। গরু পাচার রুখতে গিয়ে 'পাচারকারী'দের সঙ্গে বিএসএফের (সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী) বোমা-গুলির লড়াইয়ে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে এক ব্যক্তি মারা যায়।

ঘটনাটি ঘটে রবিবার গভীর রাতে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। বিএসএফ সূত্রে খবর, বোমা-গুলির লড়াইয়ে মৃতের নাম মমিনুল ইসলাম (৩৫)। তাঁর বাড়ি জলঙ্গিতেই। সোমবার দেহটি জলঙ্গি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জলঙ্গি থানা এলাকার সীমান্ত ঘেঁষা সরকারপাড়ায় বিএসএফের সঙ্গে পাচারকারীদের বোমা-গুলির লড়াই হয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে খবর, কাঁটাতার টোপকে বেশ কয়েক জন পাচারকারী বাংলাদেশে গরু পাচারের চেষ্টা করছিলেন। টহলরত জওয়ানরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে পাচারকারীরা বোমা ছুড়তে থাকে বলে অভিযোগ। বিএসএফ জানিয়েছে, প্রথমে রবার বুলেট ছুড়ে পাচারকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হন জওয়ানেরা। সেই সংঘর্ষেই মমিনুলের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। সকালে তাঁর দেহ সাধিখারদিয়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

মৃতের পরিবার জানিয়েছে, সোমবার সকালে পুলিশই মমিনুলের মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছে দেয়। পরিবারের দাবি, দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ভিন্‌রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন মমিনুল। ইদের ছুটিতে বাড়ি এসে স্থানীয় এক পাচারকারীর ইন্ধনে মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ সীমান্তে গরু পৌঁছে দেওয়ার কাজে লাগেন তিনি।

গত দু'দিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি মোমিনুল। ফোনে বার বার তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। মমিনুলের স্ত্রী মিনা বিবি বলেন, "গরু পাচারে রাখালের কাজ করার জন্য আমার স্বামীকে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। সকালে পুলিশ মারফত খবর পাই, বিএসএফের গুলিতে মারা গিয়েছে ও।"

আধা সেনাবাহিনীতে পাকিস্তানি নিয়োগ নিয়ে তদন্ত করবে সিবিআই

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স)। পাকিস্তানি নাগরিকদের আদৌ ভারতীয় আধা সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছে কিনা, সেই অভিযোগের তদন্ত শুরু করবে সিবিআই। এই মামলায় এফআইআর দায়েরে অনুমতিও দিয়েছে আদালত। কলকাতা হাই কোর্টে প্রাথমিক অনুসন্ধানের রিপোর্ট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। একাধিক বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে এই রিপোর্টে।

ভুয়ো নথি ব্যবহার করে ভারতীয় সেনায় কোনও পাকিস্তানি নাগরিক যোগ দিয়েছে, সেরকম প্রমাণ এখনও পায়নি সিবিআই। তবে আশঙ্কা প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীতে সম্ভবত জাল নথি ব্যবহার করে নিয়োগ করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সিবিআই।

কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করে আবেদনকারীদের তরফে বলা হয়, পাকিস্তানি নাগরিককে নিয়োগ করা হয়েছে ভারতীয় সেনায়। দুই পাকিস্তানি নাগরিক এই মুহূর্তে বারাকপুরে সেনাবাহিনীর শিবিরে কাজ করছে বলে অভিযোগ তুলে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

এর পর অবিলম্বে সিআইডি-কে অভিযোগ গ্রহণের নির্দেশও দেয় হাই কোর্ট। গত মাসেই সিআইডির পাশাপাশি সিবিআইকে প্রাথমিক তদন্ত শুরুর অনুমতি দেন বিচারপতি মান্থা।

প্রাথমিক তদন্ত শেষে সোমবার রিপোর্ট পেশ করে সিবিআই। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশে অনুসন্ধান রিপোর্ট জমা দেয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখানেই একাধিক বিস্ফোরক তথ্য উঠে এসেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীতে এমন কিছু নিয়োগের হদিস পেয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। নানা ভুয়ো নথিপত্র ব্যবহার করে আধা সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ হয়েছে বলেই জানতে পেরেছে সিবিআই। গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কেন্দ্র সরকারি আধিকারিকদের যোগ রয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রাথমিক রিপোর্টে।

তবে আধা সামরিক বাহিনীতে ভুয়ো নিয়োগ হলেও সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে এমন ঘটনার প্রমাণ মেলেনি বলেই জানিয়েছে সিবিআই। তবে এবার পুরোমাত্রায় তদন্ত শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

কলকাতা হাই কোর্টে এই রিপোর্ট পেশের পরেই সিবিআইকে এফআইআর দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। আগামী ২ আগস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

আনন্দ ভৈরবী

মহাসিদ্ধসার তন্ত্র অনুসারে, বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বভাগে যে সমস্ত তন্ত্রপদ্ধতি প্রচলিত, তাদের 'বিষ্ণুক্রান্তা' বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রসাধনায় এক ভৈরবীকে 'গুরু' বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। বিষ্ণুক্রান্তা-য় প্রচলিত ৬৪টি তন্ত্রর প্রতিটি সাধনপদ্ধতি রামকৃষ্ণকে দিয়ে একে-একে পালন করিয়েছিলেন সেই ভৈরবী, ও বীরভাবের সাধনমার্গে উত্তীর্ণ করিয়েছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণর জন্মতিথি। লিখলেন দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

গুরুঃ ভৈরবী- রামকৃষ্ণকে 'অবতার' হিসাবে প্রমাণ করার পর মন্দির চৌহদ্দিতে শুধু রামকৃষ্ণরই নয়, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর গুরুত্বও অনেকটা বেড়ে গেল। এখন থেকে তিনি আরও নির্বিঘ্নে রামকৃষ্ণ-পরবর্তী সাধনপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন। 'পরবর্তী সাধন', অর্থাৎ মূলত তন্ত্রসাধন। সাধন অনুষ্ঠানের জন্য রামকৃষ্ণর হাতে তৈরি পঞ্চবটীর তলায় একটি বেদি নির্মিত হল— তার নিচে শিবা, সর্প, সারমেয়, বৃষ এবং মানুষের করোটি। বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানের জন্য নির্জনতর বেলগাছের তলায় তৈরি করা হল আর-একটি বেদি, তার নিচে তিনটি নরমুন্ডি ত্রিমুণ্ডাসন। ভৈরবীয় নির্দেশে রামকৃষ্ণ এই দুই আসনের ওপর ধ্যান, পুরশ্চরণ, জপ ইত্যাদিতে দিন-রাত কাটাতে লাগলেন। ভৈরবী দিনের বেলা নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে শাস্ত্রোক্ত নানা দুষ্প্রাপ্য উপকরণ সংগ্রহ করতেন, রাত্রে দুই বেদির কোনও একটিতে সব আয়োজন সমাধা করে রামকৃষ্ণকে ডাক দিতেন। গভীর রাত অবধি চলত ক্রিয়াকর্ম। মাসের পর মাস কীভাবে কেটে যাচ্ছে, খেয়াল থাকত না দু'জনের কারও।

এই সময় রামকৃষ্ণর দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব। আর কঠিন কঠিন কত সাধন, যা করতে গিয়ে অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়, মায়ের নাম করে অগ্রসর হয়ে রামকৃষ্ণ তার সবেতেই উত্তীর্ণ হন। কোনও সাধনে তিনদিনের বেশি আটকে থাকতে হয়নি তাঁকে।

একদিন ভৈরবী মড়ার খুলিতে মাছ রান্না করে তাই দিয়ে জগদম্বার তর্পণ করলেন, তারপর রামকৃষ্ণকেও তা করতে নির্দেশ দিলেন। রামকৃষ্ণ গুরুর আদেশ নির্দ্বিধায় পালন করলেন। নিজেই আশ্চর্য হলেন, কোনওরকম ঘৃণা হল না তো!কিন্তু প্রবল ঘৃণার উদয় হল তারপর একদিন। সেদিন ব্রাহ্মণী কাঁচা নরমাংসর টুকরো দিয়ে মায়ের তর্পণ করে প্রসাদ হিসাবে তা নিজের জিহ্বায় স্পর্শ করলেন। না, রামকৃষ্ণর পক্ষে এটা করা অসম্ভব। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভৈরবী মিষ্ট স্বরে বললেন, সে কী বাবা, এই দেখো আমি মুখে ছোঁয়াচ্ছি, ঘৃণা করতে নেই। কথা বলতে বলতে খানিকটা মাংস রামকৃষ্ণর মুখের সামনে ধরলেন। রামকৃষ্ণ দেখলেন মা জগদম্বা যেন ভয়ংকরী চণ্ডিকা রূপে তাঁর সামনে এসেছেন। 'মা-মা' ডাকতে ডাকতে রামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হলেন। দেখলেন ভৈরবী তাঁর মুখে মাংসর টুকরো প্রবেশ করালেন। তাঁর আর কোনও বিকার হল না। মাঝে কয়েক দিনের জন্য এক অস্বাভাবিক খিদে পেতে লাগল রামকৃষ্ণর। যতই খাচ্ছেন, পেট কিছুতেই যেন ভরছে না। এই খেয়ে উঠছেন, আবার তখনই খাবার ইচ্ছা! দিন-রাত্তির কেবল খাই খাই। এ আবার কী ব্যারাম হল! চিন্তিত রামকৃষ্ণকে ভৈরবী আশ্বস্ত করেন— বাবা, ভয় নেই, ঈশ্বরপথে এগতে গেলে ওরকম অবস্থা কখনও কখনও হয়ে থাকে, শাস্ত্রে এমন কথা আছে। আমি তোমার ওটা ভাল করে দিচ্ছি।

মথুরবাবুকে বলে ঘরের ভেতর চিঁড়ে-মুড়কি থেকে রসগোল্লা, সন্দেশ, লুচি ইত্যাদি হরেক খাবার থরে থরে সাজিয়ে রাখা হল। ভৈরবী বললেন, বাবা, তুমি এই ঘরে দিন-রাত্তির থাকো আর যখন যা ইচ্ছা হবে, তখনই তা খাও। রামকৃষ্ণ সেই ঘরে থাকেন, ঘুরে বেড়ান, খাবারগুলো দেখেন, নাড়েন চাড়েন, এটা থেকে খানিক খান, ওটা থেকে খানিক খান। তিনদিনের মধ্যে দেখা গেল, সত্যিই অমন অদ্ভুত খাওয়ার ইচ্ছা চলে গেল।

মহাসিদ্ধসার তন্ত্র অনুসারে ভারতের বিন্ধ্যপর্বতের পূর্বভাগে যে সমস্ত তন্ত্রপদ্ধতি প্রচলিত, তাদের 'বিষ্ণুক্রান্তা' বলে। ভৈরবী বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪টি তন্ত্রর সবক'টি সাধনপদ্ধতি রামকৃষ্ণকে দিয়ে একে-একে অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। বৈষ্ণবের যেমন পুরাণ মত, শাক্তর তেমন তন্ত্র। বৈষ্ণব যা সাধন করে, তা প্রকাশে দোষ নেই। কিন্তু তান্ত্রিকের অনেকটাই গোপন, তাকে সবটা বোঝা দুষ্কর। তুমি সিদ্ধ- একদিন রাত্রে পুজোর সব উপচার গুছিয়ে ভৈরবী ডাক দিলেন তাঁর শিষ্যকে। রামকৃষ্ণ এসে দেখেন পূজাস্থলে ভৈরবীর পাশে আর-এক স্ত্রীলোক— এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী। রামকৃষ্ণ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভৈরবী সেই মেয়েটির শরীর থেকে একে-একে সব আবরণ সরিয়ে নিলেন, তাঁকে বসালেন দেবীর আসনে। তারপর রামকৃষ্ণকে বললেন, বাবা, এঁকে দেবীবুদ্ধিতে পুজো করো। রামকৃষ্ণ স্থিরচিত্তে যথাবিহিত পূজা সম্পন্ন করলে এল কঠিনতর নির্দেশ, বাবা, জগজ্জননী মনে করে এঁর কোলে বসে একমনে জপ করো।

রামকৃষ্ণ আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন। তিনি মা জগদম্বাকে স্মরণ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, মা, তোর শরণাগতকে এ কী আদেশ করছিস? দুর্বল সন্তানের পক্ষে এমন দুঃসাহস দেখানো কি সম্ভব? কিন্তু কোথায় দুর্বল? রামকৃষ্ণ অনুভব করলেন, তাঁর মধ্যে যেন এক দিব্যবলের সঞ্চার হয়েছে। আবিষ্ট রামকৃষ্ণ মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে সেই নগ্নিকার ক্রোড়ে গিয়ে বসলেন এবং মুহূর্তে সমাধিস্থ হলেন। জ্ঞান ফিরল ভৈরবীর ডাকে, ক্রিয়া পূর্ণ হয়েছে, বাবা; অন্য লোকে এই অবস্থায় কিছুকাল মাত্র জপ করতে পারে, আর তুমি শরীরবোধের ঊর্ধ্বে উঠে সমাধিস্থ হয়েছ। রামকৃষ্ণ স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। গভীর কৃতজ্ঞতায় বারবার মা জগদম্বাকে প্রণাম জানালেন। বস্তুত, রামকৃষ্ণ বুঝতে পারেন, মা কালীর উপর তাঁর এই অচলা ভরসা, তাঁর এই সন্তানভাব, সকল রমণীর প্রতি তাঁর এই মাতৃবোধই তাঁকে একের পর এক কঠিন, ভয়ংকর বিপদসংকুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

অচলানন্দ রামকৃষ্ণর এই সন্তানভাবে তন্ত্রসাধনাকে স্বীকার করতে চাইতেন না। সেই সময় ভৈরবীর প্রশ্রয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অনেক তান্ত্রিক আসতেন, কিছুদিন করে থাকতেন। রামকৃষ্ণ তাঁদের জন্য আলাদা করে কারণবারি, চালভাজা, ছোলা, কাঁচালঙ্কা জোগাড় করে রাখতেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম কালীঘাটের অচলানন্দ তীর্থাবধূত। তিনি প্রায়শই আসতেন, কারণ পান করে একটুও মাতাল না-হয়ে স্থির বসে গম্ভীর মুখে জপধ্যান করতেন। তিনি জেদ করে রামকৃষ্ণকে বলতেন, স্ত্রীলোক লয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? এমন তান্ত্রিকদের চক্রে উপস্থিত থাকলেও রামকৃষ্ণ কারণপান করতেন না, আঙুলের ডগায় কারণ নিয়ে কপালে ফেঁটা কেটে আলোচনায় যোগ দিতেন। অচলানন্দর অভিযোগ শুনে তিনি বালকের সারল্যে বলতেন— কে জানে বাপু, আমার ওসব কিছুই ভাল লাগে না, আমার সন্তানভাব। এই ভাবের বশেই রামকৃষ্ণ তাঁর তন্ত্রসাধনের অনেক বিপজ্জনক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, কাম জয় করতে পেরেছেন। কখনও এমন হয়েছে, দিশেহারা রামকৃষ্ণ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে মাকে আহ্বান করেছেন, উচ্চৈঃস্বরে 'জয় কালী, জয় কালী' বলতে বলতে আনন্দ আসনকে বারবার প্রদক্ষিণ করেছেন, মায়ের জপধ্যানে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। সেদিন যেমন। সেদিন ভৈরবী রামকৃষ্ণকে দেখালেন সম্ভোগরত নারী-পুরুষ, বললেন ওদের সামনে সংযত হয়ে জপ করতে হবে। রামকৃষ্ণ কালী মায়ের শরণ নিলেন, স্মরণ করলেন তাঁকেই। তাঁর মনে হল, তিনি যেন শিব ও শক্তির লীলাবিলাস প্রত্যক্ষ করছেন। অলৌকিক আনন্দে আবিষ্ট হলেন তিনি। সমাধিস্থ হলেন। চেতনে ফিরলে রামকৃষ্ণ ভৈরবীর গলা শুনলেন, বাবা, তুমি আনন্দ আসনে সিদ্ধ হয়ে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, এটিই বীরভাবের শেষ সাধন! কয়েক দিন পর এক সকালে কালীঘরের নাটমন্দিরে ভৈরবী রামকৃষ্ণকে দিয়ে সবার সামনে কুলাগার পূজা করিয়ে বীরভাবের সাধন যথাবিধি সম্পূর্ণ করালেন। রামকৃষ্ণ ভক্তিভাবে পাঁচ সিকে গুরুদক্ষিণা দিলেন। নিশ্চিন্ত হয়ে পঞ্চবটী এবং বেলতলার বেদি দু'টি ভেঙে নরমুণ্ড এবং কঙ্কালগুলি গঙ্গায় ছুড়ে ফেললেন।

অপরিকল্পিত উন্নয়নের মাশুল দিচ্ছে যোশীমঠ

কাঞ্চন বসু

মৃত্যুর মাস কয়েক আগে 'মুক্ত গণতন্ত্র' কবিতায় কবি শঙ্খ ঘোষ লেখেন, 'দেখ খুলে তোর তিন নয়ন / রাস্তা জুড়ে খড়গ হাতে / দাড়িয়ে আছে উননয়ন। / সবাই আমায় কর তোয়াজ / ছড়িয়ে যাবে দিগ্‌বিদিকে / মুক্ত গণতন আজ। দিগ্‌বিদিকশূন্য হয়ে উন্নয়নের ফুল ফোটাতে গেলে তার পরিণতি কী হয়, রসের গাড়োয়াল হিমবাহের ছোট জনপদ যোশীমঠ তার নিদারুণ প্রমাণ। যোশীমঠ এখন প্রকৃতির রোষে। চারদিকে গৃহহীন মানুষের হাহাকার আর আর্তনাদ। সরকারের বেপরোয়া উন্নয়নের বলি তীরা। যোশীমঠের ভূমিধসে ভেঙে গেছে একাধিক মন্দির। সময় যত গড়াচ্ছে, ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। প্রাণে বাঁচতে প্রবল ঠান্ডার মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে সেখানকার প্রায় ৮০০ পরিবার। যোশীমঠের মতোই আতঙ্কের প্রহর গুণছে উত্তরাখণ্ডের আরও পাঁচ জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। পৌরি, বাগেশ্বর, উত্তরকাশী, তেহরি গাড়োয়াল এবং রুদ্রপ্রয়াগ।

নিঃশব্দে বিপর্যয় ডেকে আনছে ভূমি অবক্ষয়। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের তোয়াক্কা না করে, মানুষের বেঁচে থাকার সুরক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র নির্বাচনমুখী মানসিকতা নিয়ে রাস্তা জুড়ে উন্নয়ন-এর চপেটাঘাতে শুধু চামোলি জেলাই নয়, তেহরি জেলার ঘানসালি, পিথোরাগড়ের মুলিয়ারি, ধারচুলা, উত্তরকাশী জেলার ভাটওয়ারি, পৌরি, নৈনিতাল সহ উত্তরাখণ্ডের বেশ কয়েকটি শহরের ভাগ্য এখন সুতোয় ঝুলছে। এমনই আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন "সেন্টার ফর ইকোলজি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ-এর ডিরেক্টর বিশাল সিং। ভূতত্ত্ববিদদের মতে, মাটির ধারণক্ষমতা যথাযথভাবে যাচাই না করেই বিকাশের বিজয়রথ ছোটাতে ভারী নির্মাণকার্য চালানো হয়েছে। তারই পরিণতি আজকের উত্তরাখণ্ড।

এরও. আগে মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে যোশীমঠের দুর্দশার কারণ খুঁজেছিলেন চার হিমালয় বিশেষজ্ঞ ড় নবীন জুয়াল, ড. সরস্বতীপ্রকাশ সতী, ড. শুভ্রা শর্মা, ড. যশপাল সুনিয়াল। নিজেদের তৈরি সমীক্ষা রিপোর্টে তারা নির্মিয়মান চারধাম সড়ক প্রকল্প ও এনটিপিসি-র তপোবন-বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ধ্বংসস্তূপ) অঞ্চল যোশীমঠে পর্যটন ব্যবসার লোভে বেপরোয়াভাবে কংক্রিটের ভবন নির্মাণ, বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সুড়ঙ্গ নির্মাণ এবং চারধাম প্রকল্পের জন্য রাস্তা চওড়া ফেলা হয়েছে। সেই রিপোর্ট তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জমাও দিয়েছিলেন।

যোশীমঠের বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের ২২ জুন থেকে হরিদ্বারে অনশনে বসেনি নদী বিশেষজ্ঞ, রুরকি আইআইটি-র প্রাক্তন অধ্যাপক গুরুদাস আগরওয়াল ওরফে স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ। ১১১ দিন অনশনের পরে তাকে আটক করা হয়। ১১ অক্টোবর, ২০১৮ তাঁর মৃত্যু হয়। যোশীমঠে তবু রাস্তা জুড়ে খড়গ হাতে দাঁড়িয়ে থাকে উন্নয়ন'। ২০১০ সালে 'কারেন্ট সায়েন্স' পত্রিকার জিওলজিস্ট ড. পীযূষ রৌতেলা লেখেন, যোশীমঠে জিওজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই)-কে দিয়ে সমীক্ষা না করিয়ে এনটিপিসি একটি বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে ওই কাজ করায়। তবে সেই সময় পরিবেশবিদদের আন্দোলনের চাপে ইউপিএ সরকার উত্তরাখণ্ডের তিনটি বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছিল। আর এখন উন্নয়নে মাতোয়ারা উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার মাত্র দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে বিপন্ন মানুষদের বলে দিয়েছে, তোমরা বাপু এই টাকা নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ো। যোশীমঠের আর্তনাদের সঙ্গে একই রাজ্যের হলদোয়ানির হাহাকারের কাহিনি বিচ্ছেদ্য নয়। কারণ দুই কুনাট্যই মানুষের লোভ, সরকারের অপরিণামদর্শী, বেপরোয়া উন্নয়নের রাজনীতির শিকার। সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পর হলদোয়ানিতে বহু মানুষের ঘর উজাড় হতে হতে আপাতত বেঁচেছে। এই ঠান্ডার মধ্যে হলদোয়ানি রেল স্টেশনের কাছে ২৯ একর জমির উপর দীর্ঘ বছর ধরে বাস করা প্রায় সাড়ে চার হাজার পরিবারকে উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল পুস্কর সিং ধামী সরকার। নতুন দিনের নোটিসে ওই বিস্তীর্ণ জমিকে "জবরদখল- মুক্ত" করার রায় দেয়। হাইকোর্টের বক্তব্য ছিল, ওই এলাকায় বসবাসকারীরা জমির মালিকানার কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। কংগ্রেস নেতা কাজি নিজামুদ্দিন দাবি জানান, সত্তর বছর ধরে ওই এলাকায় যারা বসবাস করছেন, প্রবল ঠান্ডার মধ্যে রাতারাতি তাঁদের উচ্ছেদ করা মানবিকতার পরিপন্থী।

অনেকটা দিল্লির শাহিনবাগের আদলে উচ্ছেদের প্রতিবাদে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হলদোয়ানির কংগ্রেস বিধায়ক সুমিত হৃদয়েসের নেতৃত্বে স্থানীয় বাসিন্দারা যৌদের বড় অংশ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর) হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা লড়েন প্রশান্ত ভূষণ। হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, "হলদোয়ানিতে রেলের জমি থেকে হাজার হাজার পরিবারকে রাতারাতি উৎখাত করা যাবে না।" উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে উৎখাতের নিদান দিয়েছিল। তার সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে সুপ্রিম কোর্টের ধরে ওই জমিতে বাস করে আসা মানুষকে আধা সামরিক বাহিনীর সাহায্যে উঠিয়ে দিতে বলটা ঠিক নয়।" সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পরে হলদোয়ানির শিশুরা 'থ্যাঙ্ক ইউ সুপ্রিম কোর্টে' প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় নেমে উচ্চ ন্যায়ালয়কে ধন্যবাদজানায়। কিন্তু উৎখাতের দিন গুণতে থাকা হলদোয়ানির পঞ্চাশ হাজার পরিবারের শেষ পর্যন্ত কী হবে স্পষ্ট নয়। ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি আছে। ফলে আশঙ্কার মেঘ েটেই কাটেনি। জানা নেই হলদোয়ানিতে উচ্ছেদের দিন গুণতে থাকা মানুষ মানবিকভাবে যোশীমঠবাসীর পাশে আছেন কিনা! তেমনই জানা নেই, হলদোয়ানিতে মানুষের চাপা কান্না যোশীমঠবাসীর কানে পৌঁছেছিল কিনা! তবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, একে অপরের কাকে বলে বিনাশের রাজনীতির বিকাশ?আজকের ভারতে যা অলিখিত বিস্তারেণ। ওজরআপত্তি উড়িয়ে দেওয়ার খেসারত দিচ্ছে প্রাচীন ধর্মীয় জনপদ। যোশীমঠের বিভিন্ন রাস্তাঘাট। বিকাশের ঠেলায় নীচের অংশ ফাঁপা হয়ে গেছে। শুন্যে ঝুলছে বিভতীর্ণ এলাকা। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঋষিগঙ্গা ও যৌলিগঙ্গা নদীর আকস্মিৎ বন্যায় এনটিপিসির তৈরি করা সুড়ঙ্গে জল ঢুকে ২০০ মানুষের মৃত্যু হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে উন্নয়নের ঢাক পিটিয়ে সে ঘটনা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছে আমাদের। ফেব্রুয়ারি ২০২১-এ ২০০ মানুষের মৃত্যুমিছিলের দশ মাসের মাথায় সুপ্রিম কোর্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাধের প্রস্তাবিত "চারধাম প্রকল্পে এই যুক্তিতে ছাড়পত্র দেয় যে, প্রকল্পটি রূপায়িত হলে চিন সীমান্তে শকত্রর মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাদের প্রতিরোধের পথ সুগম হবে। তবে একই সঙ্গে আদালতের নির্দেশ ছিল, এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কাজকেও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। সেই কাজ কতটা রক্ষিত হয়েছে স্বয়ং বননাথ জানেন! ওই ২০০ মৃতের পরিবার এখন কেমন আছে আমরা জানি না।

যোশীমঠের ঘটনাকে বিচ্ছিন মনে করলে ভুল হবে। এই অঞ্চলে বহু আগেই ভার নির্মাণকাজ, গাছ কাটা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো উদ্যোগগুলি বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। অথচ সেখান উন্নয়নের সংহারযজ্ঞ অব্যাহত থেকেছে। প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় প্রকল্পগুলিতেও বাধা পড়েনি। উন্নয়নমুখী ঢাকের বাদ্যি এতই তীব্র যে তার তলায় চাপা পড়েছে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বিস্ফোরণ ঘটানো সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দাদের বুকফাটা আপত্তিও। প্রশ্ন উঠেছে, হিন্দু ধর্মের স্বঘোষিত ঠিকাদারি রাজনীতিই কি সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোভাবে জড়িত যোশীমঠের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী? বদ্রীনাথ,হেমকুণ্ড সাহিব-এর মতো তীর্থক্ষেত্র, ইউনেস্কোর বিশ্ব হেরিটেজের তকমা প্যায়া ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স -এর মতো একাধিক পর্যটনস্থলের প্রবেশদ্বার এটি। ধর্মীয় অনুষঙ্গ বাদ দিলেনও ২০-২৫ হাজার আবাদির একটা জনপদ আজ বিপন্নতার মুখোমুখি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬১৫০ ফুট উপরে, হিমালয়ের বুকে ছবির মতো শহর যোশীমঠ। হিন্দু ধর্মের পৎপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করার জন্য আদি শঙ্করাচার্য অষ্টম শতকে যোশীমঠে আসেন। তিনি এখানে একটি গাছের নীচে ধ্যান করেন। দেশের চার প্রান্তে তিনি যে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার অন্যতম জ্যোতির্মঠ। সেই থেকে স্থানটির নাম হয় যোশীমঠ। এই স্থানকে বলা হয় "গেটওয়ে অব হেভেন। অর্থাৎ স্বর্গের পথ"। শীতের তুষারপাতে বদ্রীনাথ অগম্য হয়ে ওঠায় বনাথের মূর্তি যোশীমঠের নরসিংহ মন্দিরে নামিয়ে আনা হয়। হিন্দু ধর্মের স্বঘোষিত রক্ষাকর্তাদের উন্নয়নের সংহারমূর্তি দেখে শঙ্কিত জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। তিনি সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে অভিযোগ জানিয়েছেন, যোশীমঠের দুর্ঘটনাকে জাতীয় বিপর্যয় বলে চিহিতত করা হোক। স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ বলেছেন, "মানুষের জীবন ও পরিবেশের বিনিময়ে উন্নয়নের প্রয়োজন নেই। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমস্তরকম নির্মাণ বন্ধ করুক।"

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রুড় ও বিচারপতি পি এস নরসিংহকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ। মোদি সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার কেন্দ্রীয় জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রী উমা ভারতীও ক্ষুধ। তিনি বলেছেন, বিদ্যুৎ মাফিয়া'র জন্যই যোশীমঠের এই হাল। প্রবীণ বিজেপি নেত্রীর বক্তব্য, "যোশীমঠ হম সবকে পরম গুরু আদি শঙ্কর কি তপস্থলী হ্যায়। উনকা জিন্দেকি ক্যা যাদা ওয়াক্ত উহা পর কাটে থি। উনোনে বৈদিক ধরম আযয়র ভারত কি অখগা রক্সা কিয়া হ্যায়। অর্থাৎ যোশীমঠ আমাদের পরম গুরু আদি শঙ্করাচার্যের তপস্যাস্থল। তার জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় সেখানে কেণোছল। তিনি বোদক ধর্ম ও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করেছিলেন। উমা ভারতীর দাবি, তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিলেন, "উত্তরাখণ্ডে গঙ্গা ও তার সঙ্গে যুক্ত থাকা নদীতে কোনও বড় বিদ্যুৎ প্রকল্প হবে না। কারণ উত্তরাখণ্ডের পাহাড় তুলনায় কাচা।" শুধু ধর্মীয় কারণ নয়, সীমান্তের নিরাপত্তার দিক দিয়েও যোশীমঠ স্পর্শকাতর এলাকা। চিনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা যোশীমঠ থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে। সেই কারণে এখানে সেনা ও ইন্দো-তিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশের ঘাঁটি রয়েছে। যোশীমঠ থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে চিনের সেনা অনুপ্রবেশ করেছে। উন্নয়নের বলি আজ শুধু যোশীমঠ নয়, সেখানে অবস্থিত ভারতীয় সেনা ঘাঁটিও। হিমালয়ের ভঙ্গুর পাহাড়ের ঢালের এই রাজ্যে সতেরোর অধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে। ২০১৯ সালের আগস্টে রবি চোপড়া কমিটি চারধাম প্রকল্পের রূপায়ণ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করেছিল। পরে সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট চারধাম প্রকল্পকে ছাড়পত্র দিলে ফের জোরকদমে কাজ শুরু হয়। রবি

চোপড়াকে উদ্ধৃত করে টাইমস অফ ইনিয়া'রএকটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, চারধাম প্রকল্পের কাজ শুরুর আগে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন-এর উচিত ছিল বৃহত্তর এলাকার জিওলজিক্যাল, জিওফিজিক্যাল এবং জিওটেকনিক্যাল সার্ভে করা, যা তারা করেনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেই ১৯৭৬ সালেই যোশীমঠ নিয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। সে সময় মিশ্র কমিটি'র তরফে বলা হয়েছিল, "কোনও ভাবেই এ শহরে বড়সড় নির্মাণ করা যাবে না।" গাছ না কাটা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি বন্ধ রাখার মতোই দাওয়াই দিয়েছিল "মিশ্র কমিটি। কিন্তু মিশ্র কমিটির সেই দাওয়াই,যে সরকার আদৌ কানে তোলেনি যোশীমঠের অপরিকলিত উন্নয়ন'ই তার প্রমাণ। ১৯৭৬ সালে যোশীমঠে ছিল বড় জোর এক থেকে দেড়শো পরিবারের বাস। আজ প্রায় পাঁচ হাজারের উপর। যোশীমঠ বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি বিবৃতি দিয়ে বলেছে, অপরিণামদর্শী, অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের বলি হয়েছেন তীরা। সমিতির অধ্যক্ষ অতুল সতী সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, "অস্তিত্ব দিয়ে উন্নয়নের মাশুল গুণছে যোশীমঠ। কেউ বাঁচাতে পারবে না।" বিদ্বান ব্যক্তিরা বার বার সতর্ক করেছেন, ন্যুনতম বিপর্যয় সুরক্ষাবিধি না মেনে যোশীমঠে দেওয়া হয়েছে। উইন্টার স্পোর্টসের আসর বসেছে। গড়ে উঠেছে হেলিপ্যাড, যা হিমালয়ের মতো ভঙ্গুর, নরম মাটির পার্বত্য অঞ্চলের পক্ষে বিপডনক। এহ বাহা, ভাগীরথীর উপর টিহরী বাধটি গড়ে উঠেছে যে অবস্থানে, তাতে এই বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ধ্বংস হতে পারে হৃষিকেষ এবং হরিদ্বারও। উন্নয়ন অবশ্যই দরকার কিন্তু প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট, হলে সেই উন্নয়নই বিপর্যস্ত হয়। মোদি সরকারকে কে বোঝাবে, প্রকৃতি রুষ্ট হলে ভগবানকেও বাঁচানো যায় না।**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নতুন করে অবনতি না হলেও বুদ্ধদেব সঙ্কটেই, ডাকলে অবশ্য সাড়া দিচ্ছেন

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.): উদ্বেগ এখনও পুরোপুরি কাটেনি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এখনও সঙ্কটেই রয়েছেন। তবে, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন, নতুন করে শারিরীক অবস্থার আর অবনতি হয়নি। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে গত শনিবার কলকাতার উডল্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। তার পর ২৪ ঘন্টার বেশি সময় কেটে গিয়েছে। এখনও বিপন্মুক্ত নন রাজ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতাল থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এখনও ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন বুদ্ধদেব। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও সঙ্কটজনকই রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

হাসপাতালের মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, শ্বাসনালীতে সংক্রমণ রয়েছে ৭৯ বছরের রাজনীতিকের এবং 'টাইপ-২ রেসপিরেটরি ফেলিওর' হয়েছে। ভর্তির পরেই মেডিক্যাল বোর্ড গড়ে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ওই মেডিক্যাল বোর্ডে থাকা থাকা চিকিৎসক কৌশিক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "সিডেশন (আচ্ছন্ন করে রাখার প্রক্রিয়া) কমিয়ে দেওয়ার ফলে উনি কানে শুনতে পাচ্ছেন। বুঝতে পারছেন, আশপাশটা অনুভব করতে পারছেন। আমরা ডাকলে উনি তাকাচ্ছেন, মাথা নাড়ছেন। কখনও কখনও ইশারায় 'হ্যাঁ' বা 'না' বোঝানোরও চেষ্টা করছেন।" বুদ্ধদেবের ব্লাডগ্যাসের মাত্রা ধারাবাহিক ভাবে মাপা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন কৌশিক। তিনি আরও জানান, ব্লাডগ্যাসের মাত্রা ৫০-এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে বুদ্ধদেব এখনও বিপন্মুক্ত নন। বরং, সঙ্কটজনকই রয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা।

আগামীকাল ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবস, প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে

কলকাতা, ৩১ জুলাই(হি.স.): আগামীকাল পয়লা আগস্ট ইস্টবেঙ্গলের ১০৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে লাল-হলুদে চলছে জোর প্রস্তুতি। এই দিনটিতে প্রতি বছর বেশ কয়েকজন বর্তমান এবং প্রাক্তন ফুটবলার, সাংবাদিকদের বিশেষ সম্মান দিয়ে থাকে লাল-হলুদ শিবির। বিগত বছর ভারত গৌরব পেয়েছিলেন ক্রিকেটের কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামী ও টেনিস কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজ। এবার ভারত গৌরব পাচ্ছেন রতন টাটা।

ইস্টবেঙ্গলে শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, ভারত গৌরব হিসেবে আমরা তাকেই বেছে নিয়েছি। কারণ ,তিনি টাটা ফুটবল একাডেমি গড়ে ভারতীয় ফুটবলে যে অবদান রেখেছেন তার জন্য আমি তাকে সম্রাট হিসেবেই দেখি।'"

এছাড়াও এবারের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তরফে আর কে, কী পুরস্কার পাচ্ছেন-

বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পাচ্ছেন ক্লেটন সিলভা।

মাহেশ সিং পাচ্ছেন সেরা প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলারের সম্মান।

লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন তরুণ বসু এবং অরুপ ভট্টাচার্য।

এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস, জলীয়বাষ্পের জন্য রয়েছে অস্বস্তিও

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.): কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গে বেশি বৃষ্টি হবে, উপকূলের জেলাগুলিতে কয়েক পশলা মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকায় আর্দতাজনিত অস্বস্তিও রয়েছে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। ওড়িশা ও উপকূল সংলগ্ন বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে একদিকে আর্দতাজনিত অস্বস্তি; অন্যদিকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস, অর্থাৎ কখনও গরম আবার কখনও মনোরম থাকবে আবহাওয়া। আপাতত তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হবে না।

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল

জম্মু, ৩১ জুলাই (হি.স.): নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল এক অনুপ্রবেশকারী, সেই অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে নিকেশ করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সোমবার সকালে বিএসএফ জানিয়েছে, রবিবার গভীর রাত ১.৫০ মিনিট নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের আরএস পুরার আর্নিয়া সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর নিকেশ হয়েছে এক অনুপ্রবেশকারী।

রাতের অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল ওই অনুপ্রবেশকারী। আরএস পুরার আর্নিয়া সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসতেই গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানরা, আর তাতেই নিকেশ হয়েছে ওই অনুপ্রবেশকারী।

মাদুরাইয়ে গাড়ি ও কন্টেনার ট্রাকের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, প্রাণ হারালেন ৪ জন

মাদুরাই, ৩১ জুলাই (হি.স.): তামিলনাড়ুর মাদুরাই জেলার থিরুমঙ্গলামের কাছে গাড়ি ও কন্টেনার ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন।

সোমবার ভোররাতে ভয়াবহ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

সোমবার ভোররাতে থিরুমঙ্গলামের কাছে জাতীয় সড়কের ওপর থেকে যাচ্ছিল একটি গাড়ি ও কন্টেনার ট্রাক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, সংঘর্ষের জেরে গাড়ি ও কন্টেনার ট্রাকটি ভেঙে দুমড়ে যায়।

মাদুরাইয়ের জেলা পুলিশ সুপার শিব প্রসাদ বলেছেন, সোমবার ভোররাতে থিরুমঙ্গলামের কাছে জাতীয় সড়কের ওপর একটি গাড়ি ও কন্টেনার ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে দীর্ঘ সময়ের জন্য যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়।

মহারাষ্ট্রে জয়পুর এক্সপ্রেসে চলল গুলি!

আরপিএফ কনস্টেবলের গুলিতে এএসআই-সহ মৃত ৭, আটক অভিযুক্ত

পালঘর, ৩১ জুলাই (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় চলন্ত জয়পুর এক্সপ্রেস ট্রেনের (১২৯৫৬) ভিতরে গুলি চালাল এক আরপিএফ কনস্টেবল। ওই আরপিএফ কনস্টেবলের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন একজন এএসআই-সহ ৪ জন। অভিযুক্ত আরপিএফ কনস্টেবলকে আটক করা হয়েছে। আরপিএফ জানিয়েছে, পালঘর স্টেশন ছাড়ার পর চলত জয়পুর এক্সপ্রেস ট্রেনের ভিতরে গুলি চালায় এক আরপিএফ কনস্টেবল। একজন আরপিএফ এএসআই ও ৩ জন যাত্রীকে গুলি করে সে। এরপর দাহিসার স্টেশনের কাছে ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে যায়। আগ্নেয়াস্ত্র-সহ অভিযুক্ত কনস্টেবলকে আটক করা হয়েছে। নিহত চার জনের মধ্যে রেল পুলিশের এক এএসআই এবং ট্রেনটির প্যান্ট্রি কারের এক কর্মীও রয়েছেন। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের জয়পুর থেকে মহারাষ্ট্রের মুম্বইয়ের উদ্দেশে যাওয়া জয়পুর এক্সপ্রেসে (১২৯৫৬)।

রেলের তরফে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোর ৫টা ২৩ মিনিটে যখন ট্রেনটি পালঘর স্টেশন দিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় হঠাৎই নিজের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে ওই আরপিএফ কনস্টেবল। আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম চেতন সিং। কী কারণে ওই আরপিএফ কর্মী এমন কাণ্ড ঘটালেন, তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, নিহতদের মধ্যে এক জন ওই আরপিএফ আধিকারিকের পূর্বপরিচিত হলেও, কারও সঙ্গেই বিবাদ ছিল না তাঁর। পুলিশ সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, মানসিক ভাবে সুস্থ ছিলেন না অভিযুক্ত ব্যক্তি।

বেশ কিছু দিন ধরেই তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চাইছিলেন। ঘটনার আগের দিন তিনি নাকি বলেছিলেন, তাঁর অসহিষ্ণু লাগছে। তখন তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পরে নাকি তিনি জানিয়েছিলেন, একদম সুস্থ রয়েছেন।

কার্যদিবসের ১০ দিনের মধ্যেই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে : প্রহ্লাদ জোশী; অবিলম্বে আলোচনা চাইলেন অধীর

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): কার্যদিবসের ১০ দিনের মধ্যেই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে সংসদে। সোমবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী। এদিন সকালে অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, কার্যদিবসের ১০ দিনের মধ্যেই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে।

এদিকে, বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে অবিলম্বে আলোচনার দাবি জানাচ্ছেন। সোমবারই কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আমরা আলোচনার দাবি জানাচ্ছি। মণিপুরের পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। দেশকে বাঁচাতে হবে। বিজেপি ও তাঁদের জোট সঙ্গীদেরও মণিপুরে যাওয়া উচিত। প্রত্যেকের মণিপুরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা উচিত।' উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ।

চলন্ত মেট্রোর সামনে মরণঝাঁপ, দিল্লির নজফগড় স্টেশনে মৃত্যু যুবকের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): দিল্লির নজফগড় মেট্রো স্টেশনে চলন্ত মেট্রো ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃতের নাম-মনীশ কুমার (৩১)। পেশায় গ্রন্থাগার মনীশ নজফগড়ের প্রেম নগর এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়, কী কারণে এই যুবক আত্মঘাতী হল তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুলিশ ও দিল্লি মেট্রো সূত্রের খবর, সোমবার সকালে নজফগড় মেট্রো স্টেশনে চলন্ত মেট্রো ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন যুবক। সকাল ৯.২৬ মিনিট নাগাদ এ বিষয়ে জানতে পারে পুলিশ। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আত্মহত্যার কারণ তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

মণিপুরের জনগণের বেদনা ও যন্ত্রণার ব্যাপারে মোদী সরকার উদাসীন : মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার টুইট করে খাড়গে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। টুইটে তিনি লেখেন, 'মণিপুরের জনগণের বেদনা, যন্ত্রণার ব্যাপারে নরেন্দ্র মোদী সরকার উদাসীন।'

টুইটে খাড়গে লেখেন, 'মণিপুর যখন অশান্তির মুখোমুখি, তখন মোদী সরকার উদাসীন। আমাদের ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা মণিপুর পরিদর্শন করার পরে, মানুষের কাছ থেকে হৃদয় বিদারক বেদনার গল্প শুনেছেন। তাঁরা সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত।' খাড়গে আরও লিখেছেন, 'মণিপুরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছে, শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না, কৃষকরা নিজেদের চাষাবাদ বন্ধ করে দিচ্ছেন, এবং মানুষজন আর্থিক ক্ষতি এবং মানসিক কষ্ট উভয়ের মধ্যেই ভুগছেন।' খাড়গে আরও লেখেন, 'মণিপুর পরিস্থিতি মোকাবিলায় মোদী সরকার অজ্ঞ এবং নির্বোধ বলে মনে হচ্ছে, সংসদে ব্যাপক বিবৃতির অনুপস্থিতিতেই তা স্পষ্ট।'

মণিপুর ইস্যু নিয়ে বিরোধীরা রাজনীতি করছেন,

স্পিকার সিদ্ধান্ত নিলেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে হবে আলোচনা : মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): মণিপুর ইস্যু নিয়ে অযথা রাজনীতি করছেন বিরোধীরা। বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে বললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল।

একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন, স্পিকার সিদ্ধান্ত নিলেই এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।' সোমবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, 'আমরা প্রথম দিন থেকেই তাঁদের (বিরোধীদের) দাবি জানতে চেয়েছি, তাঁরা মণিপুর নিয়ে আলোচনা চেয়েছিল এবং যখন আমরা তাতে রাজি হয়েছিলাম, এখন তাঁরা নিজেদের দাবি পরিবর্তন করে এবং প্রধানমন্ত্রীকে এই বিষয়ে কথা বলতে দাবি জানায়।

তাঁরা এই ইস্যুতে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে, স্পিকার যখনই সিদ্ধান্ত নেবেন তখনই আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব।'

দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, 'বিজনেস লিস্টে যে সমস্ত বিষয় তালিকাভুক্ত রয়েছে, সোমবার তা নিয়েই আলোচনা হবে সংসদে। যখন অর্ডিন্যান্স তালিকাভুক্ত হবে আমরা তা জানিয়ে দেব।' একই কথা বলেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীও। যদিও, আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা বলেন, 'সোমবার সংসদে যে অধ্যাদেশ আনা হবে তা অগণতান্ত্রিক। এটা শুধু দেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে নয়, দিল্লির ২ কোটি মানুষের বিরুদ্ধেও। বিজেপি বুঝতে পেরেছে, দিল্লিতে তাঁরা শেষ হয়ে গিয়েছে তাই তাঁদের হাইকমান্ড দিল্লি সরকারকে ধ্বংস করতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ কমে পৌঁছল ৪১-এ; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৩৭ জন, মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের খানিকটা কমল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ জন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, এই সময়ে ৩৭ জন সুস্থ হয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১,৪৬৭-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,২৪৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ।

মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪৯,৯৫,৬২৯। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৭৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,৫২,৭৪৮ জন।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৩,৩৫২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

দিল্লিতে চিন্তা বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু! গত সপ্তাহে অসুস্থ ৫৬ জন, একই সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ১১ জন

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমেই বাড়ছে, চিন্তা বাড়াচ্ছে ম্যালেরিয়াও। বিগত এক সপ্তাহে দেশের রাজধানীতে মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে অসুস্থ হয়েছেন ৫৬ জন, এই সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ১১ জন। সোমবার দিল্লি পৌর নিগম জানিয়েছে, দিল্লিতে গত সপ্তাহে ৫৬টি ডেঙ্গুর ঘটনা সামনে এসেছে। একই সময়ে ম্যালেরিয়ার ১১ জন অসুস্থ হয়েছেন। দিল্লিতে টানা তৃতীয় সপ্তাহে চিকুনগুনিয়ার একটিও ঘটনা সামনে আসেনি।

চলতি বছর এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে ২৪৩টি ডেঙ্গু আক্রান্তের ঘটনা সামনে এসেছে, তবে স্বস্তির বিষয় হল কারও মৃত্যু হয়নি। জানুয়ারিতে দিল্লিতে ১৪ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, ফেব্রুয়ারিতে ১৪, মার্চে ১৩, এপ্রিলে ১৮, মে-তে ২৩, জুনে ৪০ জন, জুলাই মাসে একধাক্কায় বেড়ে ১২১-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মৃত্যু হয়নি একজনেরও এবং টানা তৃতীয় সপ্তাহে চিকুনগুনিয়ার একটিও ঘটনা সামনে আসেনি।

মণিপুর ইস্যুতে প্রথম দিন থেকেই আলোচনা চাইছে সরকার, বিরোধীরা রাজনীতি করছে : অনুরাগ সিং ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): মণিপুর ইস্যুতে সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত, সরকার প্রথম দিন থেকেই আলোচনা চাইছে। ফের দাবি করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। একইসঙ্গে বিরোধীদের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, বিরোধীদের ভূমিকা দেখে বোঝাই যাচ্ছে তাঁরা রাজনীতি করছেন।

সোমবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, 'তাঁদের (বিরোধীরা) আমি অনুরোধ করছি সংসদের ভিতরে আসুন এবং আলোচনায় অংশ নিন। আমরা প্রথম দিন থেকেই আলোচনায় প্রস্তুত। আলোচনায় অংশ নিতে কী তাঁদের বাধা দিচ্ছে? আলোচনায় অংশ নেওয়ার পরিবর্তে আলোচনা শুধু পালিয়ে যান তাঁরা। এটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তাঁরা রাজনীতি করছেন।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তিক্ততার জন্য উচ্ছে-করলা এড়িয়ে যান ?

উপকারিতা জানা সত্ত্বেও শুধু স্বাদের জন্য অনেকেই করলা-উচ্ছে এড়িয়ে যান। তিক্ত স্বাদ অনেকেরই অপছন্দ। কিন্তু রোজ নিয়ম করে করলা বা উচ্ছে খেতে পারলে রোগ আপনার ধারের কাছে ঘেঁষবে না। লিভারকে পরিষ্কার রাখা থেকে শুরু করে রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে করলা। সুতরাং, করলা খেতে পারলে শারীরিক জটিলতা থেকে আপনি দূরে থাকতে পারবেন। তিক্ত স্বাদ দূর করতে অনেকেই করলার পদে চিনি মিশিয়ে দেন। এভাবে করলা খেলে কোনও উপকারই পাবেন না। বরং আরও অন্য উপায়ে আপনি করলা তেঁতোভাব দূর করতে পারেন। খোসা ছাড়িয়ে নিন যদিও করলার খোসা ছাড়ালে তার আর গুণ কী রইল! কিন্তু হালকা করে খোসা ছাড়িয়ে নিলে করলার তিক্তভাব অনেকটাই দূর হয়ে যায়। হালকা করে খোসা নিয়ে তারপর করলা কেটে রান্না করুন। এতে খুব বেশি তেঁতো লাগবে না।

চিনির বদলে গুড় মেশান

চিনি কখনওই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নয়। সুতরাং, করলার পদে চিনি মেশালে এর পুরো গুণ নষ্ট হয়ে যাবে। এর বদলে আপনি সামান্য গুড় মেশাতে পারেন খাবারে। করলা রান্না করার সময় অল্প করে গুড় মিশিয়ে নিন। গ্রেট করে মেশাতে পারেন। তাছাড়া চিনির চেয়ে গুড় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর নুন মাখিয়ে রাখুন

করলা কেটে তাতে নুন মাখিয়ে রাখুন। করলা নুন দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখলে তার তেঁতো ভাব কেটে যায়। তবে আপনাকে অন্তত ৩০ মিনিট করলায় নুন মাখিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেটা ধুয়ে নিয়ে রান্না করতে হবে। এছাড়া আপনি নুন জলে ৫ মিনিট করলা সেদ্ধ করে নিতে পারেন। এতেও করলার তেঁতোভাব সহজেই দূর হয়ে যাবে। তেলে ভেজে নিন গরম ভাতে করলা বা উচ্ছে ভাজা খেতে মন্দ লাগে না। কারণ সেটার স্বাদ বেশি তেঁতো হয় না। সুতরাং, এই টোটকা আপনিও কাজে লাগাতে পারেন। পাতলা পাতলা করে করলা কেটে নিন। এবার ছাঁকা তেলে মুচমুচে করে সেটা ভেজে নিন। এতে খেতেও ভাল লাগবে এবং তেঁতো মনে হবে না। বীজ ফেলে দিন করলা বীজ বেশি তেঁতো হয়। সুতরাং, আপনি যদি করলার তেঁতো ফেলে দিয়ে রান্না করেন, তাতে খুব ভাল হয়। করলা কাটার সময় বীজগুলো ফেলে দিন। তার পর বাকি অংশটা রান্না করুন। ভিনিগারে ডুবিয়ে রাখুন করলা কেটে নিয়ে চিনি ও ভিনিগারে ডুবিয়ে রাখুন। প্রথমে ভিনিগারে চিনি মিশিয়ে নিন। তারপর ওই মিশ্রণটি করলায় মাখিয়ে নিন। মিনিট ৩০ রাখার পর করলাটা ধুয়ে নিয়ে রান্না করুন। একইভাবে আপনি টক দই দিয়েও করলা ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। এতেও কাজ হবে।

৫টি খাবার বাড়িয়ে দিতে পারে মাইগ্রেনের ব্যথা

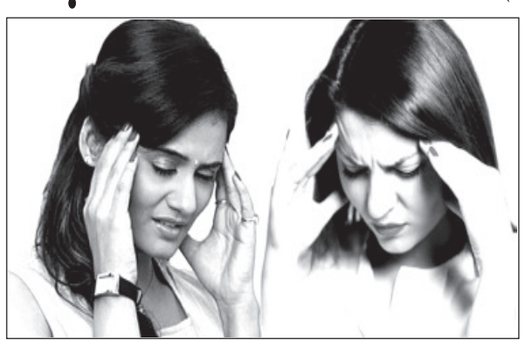

মাসের বেশ কয়েকটি দিন মাইগ্রেনের যন্ত্রণায় কাবু হয়ে পড়েন অনেকেই। কোনো কোনো মাসে দু'তিন বার এমন যন্ত্রণা দেখা দেয় যে প্রাত্যহিক কাজ করাই দুষ্কর হয়ে ওঠে। মাথা ব্যথা খুবই সাধারণ একটি উপসর্গ। তবে কোন মাথা ব্যথা মাইগ্রেনের, আর কোনটা নয়, এটা বুঝতেই রোগীর অনেকটা সময় লেগে যায়।

মাইগ্রেন অনেক ক্ষেত্রেই জিনঘটিত রোগ। পরিবারের কারও থাকলে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। মস্তিষ্কের "ট্রাইজেমিনাল নার্ভ" উত্তেজিত হলে এই ব্যথা হয়। "সেরোটোনিন" নামক রাসায়নিকের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলেও এই ব্যথার প্রকোপ বাড়ে। এই ব্যথা একবার শুরু হলে সহজে কমতে চায় না। এমন কিছু কিছু খাবার আছে যেগুলি এই ব্যথাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিতে সক্ষম।

মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হলে যে খাবারগুলি এড়িয়ে চলবেন- ১) চকোলেট: চকোলেট মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে। শুধু চকোলেট নয়, চকোলেট দিয়ে তৈরি কোনো পানীয়, মিষ্টি বা কোনো রকম মুখরোচক খাবার খেলেও ব্যথা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। চকলেটে থাকা ক্যাফেইন, ট্যানিন জাতীয় উপাদানের কারণে এমনটা হয়। ২) লবণ জাতীয় খাবার: লবণ আছে এমন খাবার মাইগ্রেনের ব্যথা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। সরাসরি লবণ খাওয়া যেমন ক্ষতিকর, তেমনই লবণের পরিমাণ বেশি এমন খাবার খাওয়াও এই সময় এড়িয়ে চলুন। লবণে থাকা সোডিয়াম শুধু মাইগ্রেন নয়, উচ্চ রক্তচাপ, ক্লান্তি, মাইগ্রেন ছাড়া অন্য ধরনের মাথা ব্যথারও কারণ হতে পারে। ৩) অ্যালকোহল: মাইগ্রেন সমস্যার সবচেয়ে ক্ষতিকর জিনিস হলো অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়। গবেষণা অনুসারে, ৩৫ শতাংশ মানুষ মাইগ্রেনের ব্যথায় ভোগেন মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে। বিশেষত রেড ওয়াইন মাইগ্রেনের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি পানীয়। ৪) মিষ্টি: চিনি আছে এমন পানীয়, খাবার এবং মিষ্টি মাইগ্রেনের ব্যথায় একেবারেই এড়িয়ে চলুন। এই ধরনের খাবার মাইগ্রেনের ব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৫) কফি: অত্যধিক পরিমাণে কফি খাওয়ার প্রবণতা মাইগ্রেনের সমস্যাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। "আমেরিকান মাইগ্রেন ফাউন্ডেশন"-অনুসারে, কফিতে থাকা ক্যাফেইন মাথা ব্যথার নেপথ্য কারণ। দিনে মাত্রাতিরিক্ত হারে চা, কফি খেলে মারাত্মক আকার নিতে পারে মাইগ্রেনের সমস্যা

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে যা কিছু রোজ খেতেই হবে

কীভাবে মস্তিষ্ককে আরও বেশি তীক্ষ্ণ করে তোলা যায়, স্মৃতিশক্তি কী ভাবে বাড়ানো যায়, ভাবনা চিন্তা কী ভাবে আরও বেশি উন্নত করা যায় এমন প্রশ্ন মনের গভীরে সব সময় চলতেই থাকে। উতাহের বশে অনেকেই গুগলে তা সার্চও করে দেখেন। স্মৃতিশক্তি কী ভাবে বাড়ানো যায় এই নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্নের অন্ত নেই।

রোজকার জীবনে সবার যে ভাবে কাজের চাপ বাড়ছে, একটানা কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার মান আগের থেকে অনেক খারাপ হওয়ায় হাজারো সমস্যা জাঁকিয়ে বসছে। তার মধ্যে অন্যতম হল মানসিক সমস্যা। শিশু থেকে যুবক প্রত্যেকেরই মানসিক চাপ বাড়ছে। যার ফলে চিন্তা করার এবং কোনও কিছু বোঝার ক্ষমতা এখন কমে গিয়েছে।

কোভিড পরবর্তী সময়ে প্রত্যেকেরই জীবনে বেড়েছে কাজের চাপ। সেই সঙ্গে বেড়েছে অফিসের সময়ও। কাজ থেকে পড়াশোনা সবেতেই এত টার্গেটের গেরো থাকছে যে তার জন্য বাড়ছে মানসিক চাপ। আর মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা নিজেদেরই করতে হবে। কাজ কমিয়ে মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেওয়ার সুযোগ বিশেষ নেই। তাই পরিবর্তন আনুন রোজকার খাবারের তালিকায়। আর তাই সুস্থ থাকতে যা কিছু রাখবেন রোজকার ডায়েটে-

আখরোট- ফ্ল্যাক্সসিড, আলফা, লিনোলিক অ্যাসিড এসব বেশি থাকে আখরোটের মধ্যে। যা মস্তিষ্কের জন্য খুবই কার্যকরী। যে কারণে রোজ নিয়ম করে আখরোট খাবেন।

স্যামন মাছ- রুই, কাতলা গোত্রের মাছ হল স্যামন মাছ। এই মাছের মধ্যে থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। যা মস্তিষিকের জন্য উপকারী। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্কে বেশি পরিমাণে অক্সিজেন দেয়, যা মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। বেরি- ব্লুবেরি, ব্ল্যাকবেরি, স্ট্রবেরি এসব মস্তিষ্কের উপর ভাল প্রভাব ফেলে। যে কারণে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে নিয়মিত বেরি খেতে পারলে ভাল। টকদই এর সঙ্গে বেরি মিশিয়েও খেতে পারেন। স্মৃতিশক্তি বাড়াতে খুব ভাল কাজ করে অ্যাভোকাডো। এই ফলের মধ্যে রয়েছে বেশি পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। তাই রোজ একটা করে খেতে পারলে খুবই ভাল। এছাড়াও সুস্থ থাকতে রোজ ৭ ঘন্টা করে ঘুমোতেই হবে। সেই সঙ্গে রোজ নিয়ম করে ব্যায়াম করতে হবে। এছাড়াও চেষ্টা করুন রোজ নতুন কোনও কিছুতে ফোকাস করতে। এতে মন ভাল থাকে আর মাথাও থাকে পরিষ্কার।

উইকএন্ড মানেই খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম ?

উইকএন্ড মানেই খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম। সময়মতো খাবার খাওয়া হয় না। তার সঙ্গে ভাজাভুজি বেশি খাওয়া হয়। আর এতেই পেটের গণ্ডগোল দেখা দেয়। আয়ুর্বেদ চিকিতাশাস্ত্রের মতে, ভাজাভুজি খাবার, প্রক্রিয়াজাত মাংস, খুব ঠান্ডা খাবার পেটে দূষিত পদার্থ তৈরি হয়। এতে পেটের নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়।

পেটের সমস্যা এড়াতে আয়ুর্বেদের মাত্র ৩টি টিপস মানলেই কাজ হবে। এক, যখন খিদে পাবে, শুধু তখন খাবার খান। দুটো খাবারের মাঝে কমপক্ষে ৩ ঘণ্টার ব্যবধান রাখুন। আর ঠান্ডা, মশলাদার, তৈলাক্ত এবং ভাজাভুজি খাবার এড়িয়ে চলুন। হালকা এবং সাধারণ খাবারই হজম স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এরপরই যদি আপনি পেট ফোলা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম ইত্যাদি সমস্যায় ভোগেন তাহলে আয়ুর্বেদের সহজ টোটকা ট্রাই করতে পারেন।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ঘি খান

গরম জলে ঘি ও নুন মিশিয়ে পান করুন। এই আয়ুর্বেদিক পানীয় কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করবে। ঘিয়ের মধ্যে এক প্রকার ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যা প্রদাহ কমায় এবং হজমে সহায়তা করে। এছাড়া আপনি ডিনার খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর একটা পাকা কলা খেতে পারেন। এছাড়া এক গ্লাস গরম দুধ বা এক গ্লাস গরম জল পান করতে পারেন।

পেট ফোলার সমস্যায় গরম জলে আদা বা মৌরি খান

পেটে ফোলার সমস্যায় আপনি গরম জলে মৌরি ভিজিয়ে পান করতে পারেন। এছাড়াও আপনি গরম জলে আদা এবং মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন। আপনি যদি গরম জল খাওয়া না পছন্দ করেন তাহলে খাওয়ার শেষে মৌরি চিবিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া আপনি মৌরি বা আদা দিয়ে চা বানিয়েও পান করতে পারেন।

অম্বলের সমস্যায় ভুগলে ভেষজের সাহায্য নিন

খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হলে অনেকেই অম্বল বা অ্যাসিড রিলাক্সের সমস্যায় ভোগেন। এক্ষেত্রে আপনি মৌরি, তুলসির মতো ভেষজের সাহায্য নিতে পারেন। খাওয়ার শেষে মৌরি কিংবা তুলসি চিবিয়ে খেতে পারেন। এছাড়া এক গ্লাস করে বাটারমিল্ক পান করুন। বাড়িতে পাতা টক দইয়ের লস্যি খেতে পারবেন খুব ভাল। বাটারমিল্ক বদহজম, পেটের অস্বস্তি এবং গ্যাস-অম্বলের সমস্যা নিমেষে দূর করে। আয়ুর্বেদের মতে, বাটারমিল্কে এক চিমটে নুন, জিরে গুঁড়ো, আদা কুচি ও ধনে পাতা দিয়ে পান করলে আরও ভাল উপকার পাবেন।

ডায়ারিয়ার সমস্যায় লাউ খান

শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেলে ডায়ারিয়ার সমস্যা মারাত্মক রূপ নিতে পারে। তাই প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে। এছাড়া আপনি লাউয়ের রস পান করতে পারেন। আদাও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

বদহজম এড়াতে স্বাস্থ্যকর খাবার খান

খাওয়া-দাওয়া ঠিক রাখলে আপনি অনায়াসে বদহজমের সমস্যা এড়াতে পারবেন। তাই প্রচুর পরিমাণে তাজা সবজি, স্যুপ, গোটা শস্য ইত্যাদি খান। এই ধরনের খাবার সহজে হজম হয়ে যায়। পাশাপাশি এতে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি হয় না। এছাড়া আদা, রসুনের মতো ভেষজ উপাদানগুলো ডায়েটে রাখুন। এতে শরীরে প্রদাহ কমবে।

অল্প বয়সেই হার্ট অ্যাটাক

হার্টের সমস্যা এখন বয়স দেখে হচ্ছে না। ৪০ বছরের নীচেও মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়মিত স্ট্রেস, অনিয়মিত জীবনযাপন এর জন্য অনেকটাই দায়ী। তাছাড়াও কিছু খাবার খেলে সরাসরি হার্টের অসুখের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। দেখে নেয়া যাক কোন খাবারগুলির কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। হার্টের অসুখের অন্যতম কারণ লবণ। শরীরে সোডিয়ামেরও প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু তার সীমা থাকা উচিত। ১১ গ্রাম পর্যন্ত লবণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ খেতে পারেন। কিন্তু লবণ ঠিক কতটা খাবেন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া বাঞ্ছনীয়। স্যাচুরেটেড ফ্যাট হার্টের অসুখের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন'র মতে, দিনে যে পরিমাণ ফ্যাট শরীরে যায় তার মাত্র ৫-৬ শতাংশই স্যাচুরেটেড ফ্যাট হওয়া উচিত। প্রাণীজ খাবার থেকে তৈরি প্রোডাক্ট ও কিছু তেলের মধ্যে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের দিনে ৩০ গ্রামের বেশি চিনি খাওয়া উচিত নয়। চিনি অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে হার্টের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে। এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যারা স্বাভাবিকের থেকে বেশি চিনি খান, তাদের মৃত্যু হার্টের অসুখের কারণেই হয়ে থাকে। বিশেষ করে মিষ্টি, সন্দেশ, পেস্ট্রি, আইসক্রিম, চকোলেট এড়িয়ে চলা উচিত। তবে ডায়েট ঠিক রেখেও কিছু সময়ে সমস্যা হয়। অতিরিক্ত মদ্যপান, কম ঘুম, ধূমপান হার্টের অসুখের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই দিনে অন্তত ৮ ঘণ্টা ঘুমনোর পরামর্শ দেন চিকিতকরা। আজকাল প্রসেসড খাবার খাওয়ার প্রবণতা খুব বেশি থাকে। ব্যস্ততার যুগে প্যাকেটের খাবারের ওপর নির্ভর করেন অল্পবয়সীরা। তার সঙ্গে রয়েছে ঘুমের অভাব। তাই অল্প বয়সেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

জটিল ব্যায়াম ছাড়াই ঝরবে আপনার ওজন

সরাসরি বলতে গেলে, ওজন কমানোর কোনো শর্টকার্ট নেই। মেদ ঝরাতে হলে ঘাম ফেলতেই হবে, কষ্ট করতেই হবে, তবে নিয়ম মেনে। এমন অনেকে আছেন যারা দ্রুত ওজন ঝরাতে চান, অথচ ব্যায়াম করতে চান না। এমন মানুষদের জন্য পরামর্শ দেয়া হয় অ্যারোবিক ব্যায়ামের। অ্যারোবিক ব্যায়ামের মধ্যে হাঁটাও পড়ে।

তাই শুধু হেঁটেই ২১ দিনে ৫ কেজি ওজন ঝরাতে পারেন আপনি। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মানতেই হবে। মনে রাখবেন, খুচরো কিছু সময়ের জন্য হেটে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সচল থাকে ঠিকই, তবে তাতে ওজন কমে না। অ্যারোবিক নিয়ম মেনে চলতে গেলে, সপ্তাহে হাঁটতে হবে অন্তত ২৫০ মিনিট। ১.৬ কিলোমিটার হাঁটলে প্রায় ১০০ ক্যালোরি খরচ হয়। গড় হিসাবে কম করে ৩৫ মিনিটের একটু বেশি। এটুকু হাঁটা শরীরের শুধু মেদ ঝরাবে তা-ই নয়, এই দীর্ঘ ক্ষণ হাঁটা হার্টও ভালো থাকে, কোলেস্টেরল কমায়।

হাঁটাহাঁটির অভ্যাস না থাকলে প্রথম দিকে এক সেকেন্ডে একটা স্টেপ, এই হিসেবে হাঁটতে হবে। তার পর হাঁটার অভ্যাস হলে সেকেন্ডে দু'টি স্টেপের হিসাবে হাঁটতে হবে। আর অবশ্যই হাঁটতে হবে একটানা রাস্তা ধরে। বার বার থমকে, ঘন ঘন দিক বদলে হাঁটার চেয়ে টানা হাঁটায় উপকার বেশি। তাই বাড়ির ছাদে বা লনে নয়, রাস্তা ধরে হাঁটলেই ফল পাবেন দ্রুত।

দল বেঁধে হাঁটতে বের হবেন না। এতে অনেকেই গল্প করতে করতে হাঁটেন। কথা না বললেও দলছুট হয়ে যাওয়ায় অনেকে হাঁটার গতি কমিয়ে ফেলেন। এই অভ্যাসগুলো মেদ কমানোর পথে বাধা হতে পারে। মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতেও হাঁটা যাবে না। এতে অল্পতেই হাঁপ ধরে ফলে বেশি দূর হাঁটা যায় না।

খাওয়ার পরেই কোল্ড ড্রিংকস মারাত্মক ক্ষতি

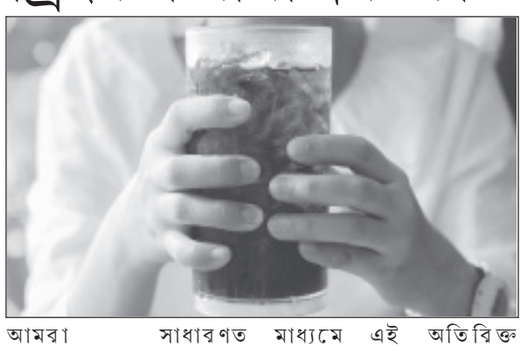

আমরা সাধারণত ভূরিভোজের পর কোল্ড ড্রিংকস খেতে অভ্যস্থ। প্রচণ্ড গরমে ঢক ঢক করে ঠাণ্ডা জল কিংবা রাস্তায় দাঁড়িয়েই কোল্ড ড্রিংকস পান করা আমাদের অভ্যাস।

কোল্ড ড্রিংকস খাওয়ার কয়েকটি ক্ষতিকর দিক তো আমাদের সকলেরই জানা আছে। কোল্ড ড্রিংকস খেলে আমাদের ওজন বেড়ে যেতে পারে। এমনকি দাঁতেরও ক্ষতি করতে পারে কোল্ড ড্রিংকস।

দাঁতে ক্যাভিটি দেখা দিতে পারে। ফুসফুসের সমস্যাও দেখা দেয় অনেক সময়।

কোল্ড ড্রিংকস খেলে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আসলে সব কোম্পানির কোল্ড ড্রিংকসেই প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে। আর চিনি শরীরকে ভারী করে দেয়। কোল্ড ড্রিংকসের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত পরিমানে চিনি খেলে আমাদের ফ্যাটি লিভারের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কোল্ড ড্রিংকস যে শুধু শরীরের ওজন বাড়িয়ে দেয় কিংবা দাঁতের ক্ষতি করে তাই নয়, অতিরিক্ত পরিমানে কোল্ড ড্রিংকস খেলে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। কোল্ড ড্রিংকসে এক ধরণের সোডা থাকে, যা আমাদের খাবার হজমের সাহায্য করে। কিন্তু খাবার হজমের পাশাপাশি এই সোডা আমাদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। যা আমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কোল্ড ড্রিংকস খেলে অকাল বার্ধক্য দেখা দিতে পারে। এমনকি মানুষের মনে হিংস্রতাও দেখা দেয়।

কোল্ড ড্রিংকস খেলে ডায়াবেটিস, লিভারের সমস্যা, হৃদপিন্ডের সমস্যা, হাঁপানি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

৪টি মশলা খেলে ওজন কমবে দ্রুত

ওজন নিয়ে চিন্তিত? রান্নাঘরেই লুকিয়ে ওজন কমানোর সহজ রাস্তা! কী ভাবছেন, খাবারদাবারের কথা বলছি? সে তো আছেই। কিন্তু তার পাশাপাশি রয়েছে কিছু জাদুকরী মশলাও। রান্নায় স্বাদ বাড়াতে মশলার ব্যবহার হলেও এই মশলাই হতে পারে ওজন কমানোর ঘরোয়া টোটকা! ডায়েটে কোনো না কোনো উপায়ে এসব মশলা রাখলে, আপনার ওজন কমতে বাধ্য!

জেনে নিন কোন কোন মশলার রয়েছে এমন গুণ-

দারুচিনি

তরকারি হোক, কেক হোক কিংবা স্মুদি- হাজারো রকম পদে এই মশলার ব্যবহার। কিন্তু ওজন কমানোতেও যে দারুচিনি সিদ্ধহস্ত, জানতেন কি? প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টযুক্ত এই মশলা রোজ সকালে এক গ্লাস জলের সঙ্গে খান। দারুচিনি শরীরের বিপাক হার বাড়ায়, পাশাপাশি ওজন কমাতেও সাহায্য করে। জিরা

রান্নায় জিরা দেন তো? কিন্তু সেই জিরেই যে আপনার ওজন ঝরানোর ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে কাজ করছে, এটা নিশ্চয়ই জানা ছিল না! আরো বেশি উপকার পাবেন জিরা ভেজানো জল খেলে। সারারাত ১ চা চামচ জিরা জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরেরদিন ছেঁকে নিয়ে সেই জল পান করুন। ওজন ঝরবে দ্রুত।

ছোট এলাচ

রান্না তো বটেই, পানেও ব্যবহার করা হয় এই মিষ্টি মশলা। ছোট এলাচে রয়েছে মেলাটোনিন, যা শরীরের বিপাক হার বাড়ায়। ফলে শরীর থেকে মেদ ঝরে দ্রুত। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে একটু উষ্ণ গরম জলের সঙ্গে এলাচ খান।

হলুদ

তরকারি, ডাল, ঘন্ট- প্রায় সব রান্নাই হলুদ ছাড়া অচল। এই হলুদ অতিরিক্ত মেদ ঝরাতেও সক্ষম। তরকারিতে তো হলুদ দেনই।

আগামীকাল স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলকে স্মরণ করার দিন

শান্তি রায় চৌধুরী

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.): স্যার ফ্রাঙ্ক মর্টিমার ম্যাগলিন ওরেল। বিশ্ব ক্রিকেটে এক স্মরণীয় নাম। জন্ম: ১ আগস্ট, ১৯২৪। বার্বাডোসের ব্রিজটাউনের সেন্ট মাইকেল এলাকায় জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত ওয়েস্টইন্ডিয়ান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তারকা। দর্শনীয় ব্যাটিং ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শনকারী ফ্রাঙ্ক ওরেল বামহাতি সিম বোলার হিসেবেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলে অবদান রেখেছেন। ১৯৫০-এর দশকে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অধিনায়করূপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব প্রদান করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

এই দিনটা এলেই ভারতীয়দের মনে পড়ে যায় রক্তদানের কথা। কারণ এই দিনটায় যে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের নরি কন্ট্রাক্টর ও ক্যারিবিয়ান সম্রাট স্যার ফাঙ্ক ওরেলের নাম। ক্রিকেটের বল লাগল কনন্ট্রাকটরের মাথায়। আর রক্তদান করে ইতিহাস গড়লেন এই ক্রিকেটার। শুধু রক্তদানের ইতিহাস নয়, বদল এনে ফেললেন খেলার পোশাকেও। কারণ, তখন মাথায় হেলমেটের প্রচলনই ছিল না। তাহলে তো আর নরি কনন্ট্রাকটরের মাথা ফাটত না। আর এমন ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে সিএবি শুরু করে রক্তদান শিবির। যে ধারা আজও অব্যাহত।

১৯৬২ সালের সেই ঘটনাটা একবার ফিরে দেখা যাক কিংসটন ওভাল। মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে মুখোমুখি ভারতীয় দল। সেই ম্যাচে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন ওপেনিং ব্যাটসম্যান নরিম্যান জামসেদজি কনন্ট্রাকটর। ওই ম্যাচে যখন তিনি ২ রানে অপরাজিত ঠিক সেই সময় ক্যারিবিয়ান ফাস্ট বোলার চার্লি গ্রিফিথের দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ বলটি তাঁর মাথার পিছনের দিকে গিয়ে লাগে। প্রচুর রক্তপাত হয় তার মস্তিষ্কে। তাকে দ্রুত ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। মস্তিকে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে দুবার অস্ত্রোপচার করতে হয়।এরপর রক্তের প্রয়োজন হয় তার। এই বিপদের মুহূর্তে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। সেই সময় কনন্ট্রাকটরকে রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায় কনন্ট্রাকটরের ক্রিকেট খেলা। সুস্থ হয়েও আর মাঠে ফিরতে পারেন নি তিনি। কারন, চিকিৎসকরা অনুমতি দেননি। সেদিন স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের এই মানবিকতার জন্য মুগ্ধ হয়েছিল গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। আর স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৮১ সাল থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন সিএবিতে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নামে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ওই দিনটি উৎযাপন করা হয় ফ্রাঙ্ক ওরেল ডে হিসাবে। প্রতি বছর রাজ্যের বহু মানুষ এই রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। ১৯৮১ সালে প্রথমবার যে সার্টিফিকেট রক্তদাতাদের দেওয়া হয় তাঁর মধ্যে সই ছিল নরিম্যান কনন্ট্রাকটরের। ১৯৮২ সালে তাতে সই করেন ডন ব্রাডম্যান ও ইয়ান বোথাম। ১৯৮৩ সালে সই করেন ইমরান খান, ৮৪-তে গাভাসকর, ৮৫-তে কপিলদেব। এইভাবে প্রতিবছর সই করে থাকেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মাস্টার ব্ল্যাস্টার শচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলির, রোহিত শর্মা। এবার সিএবিএর ৪২তম রক্তদান দিবস। স্যার ওরেলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হবে এই রক্তদান শিবির।

মিজোরামে আশ্রিত মণিপুরের ১২, ৬১১ জন, কেন্দ্রীয় সহায়তার অপেক্ষায় রাজ্য

আইজল, ৩১ জুলাই (হি.স.) : মিজোরামে আশ্রিত মণিপুর থেকে আগত বাস্তুচ্যুত ১২,৬১১ জনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তার অপেক্ষা করছে রাজ্য সরকার।

মিজোরাম সরকারের গৃহ দফতরের কমিশনার-সচিব এইচ লালেংমাওইয়া বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গত মে মাসে মণিপুরের বাস্তুচ্যুতদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ত্রাণ প্যাকেজ হিসেবে ১০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে কোনও সহায়তা পাইনি। মণিপুর থেকে আগত বাস্তুচ্যুতদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার নিজস্বভাবে তহবিল সংগ্রহ করেছে, ' বলেন লালেংমাওইয়া।

গৃহ দফতরের কমিশনার-সচিবের আশা, কেন্দ্র শীঘ্রই ওই সব বাস্তুহারাদের জন্য তহবিল অনুমোদন করবে। লালেংমাওইয়া আরও বলেন, মিজোরাম সরকার সব বিধায়ক, সরকারি কর্মচারী, ব্যাংকার এবং অন্যদের কাছ থেকেও এ বিষয়ে অনুদান সংগ্রহ করেছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের সংগ্রহ অভিযান শেষ হয়েছে। তবে এখনও সংগৃহীত মোট পরিমাণের রিপোর্ট পাইনি।' গৃহ দফতরের কমিশনার-সচিব এইচ লালেংমাওইয়া জানান, শুক্রবার পর্যন্ত মণিপুর থেকে মোট ১২,৬১১ জন মিজোরামে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪, ৪৪০ জন কোলাশিব জেলায়; ৪, ২৬৫ জন আইজলে; ২,৯৫১ জন সাইচুয়ালে এবং বাকি ৯৫৫ জন চাম্পাই, মামিত, সিয়াহা, লংটলাই, লুংলেই, সেরচিপ, খাওজাওল ও হান্নাথিয়াল জেলার ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত। তিনি জানান, সরকার এবং গ্রাম কর্তৃপক্ষ আইজল, কোলাশিব এবং সাইচুয়ালে ৩৮টি ত্রাণ শিবির স্থাপন করেছে।

ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সিটি থোরাক্স সম্পন্ন

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.): উদ্বেগ এখনও পুরোপুরি কাটেনি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এখনও সঙ্কটেই রয়েছেন। তবে, ডাকলে সাড়া দিচ্ছেন, নতুন করে শারীরিক অবস্থার আর অবনতি হয়নি। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে গত শনিবার কলকাতার উডল্যান্ড হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। তার পর ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় কেটে গিয়েছে। এখনও বিপন্মুক্ত নন রাজ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতাল থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এখনও ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন বুদ্ধদেব। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও সঙ্কটজনকই রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

সোমবার উডল্যান্ডস হাসপাতাল পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভেন্টিলেশনে রয়েছেন। সোমবার সকালে সিটি থোরাক্স করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক রক্ষণশীল চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখা হচ্ছে। তাঁর সার্বিক ক্লিনিকাল অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।' হাসপাতালের মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, শ্বাসনালীতে সংক্রমণ রয়েছে ৭৯ বছরের রাজনীতিকের এবং 'টাইপ-২ রেসপিরেটরি ফেলিওর' হয়েছে। ভর্তির পরেই মেডিক্যাল বোর্ড গড়ে তাঁর চিকিৎসা চলছে। ওই মেডিক্যাল বোর্ডে থাকা থাকা চিকিৎসক কৌশিক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, "সিডেশন (আচ্ছন্ন করে রাখার প্রক্রিয়া) কমিয়ে দেওয়ার ফলে উনি কানে শুনতে পাচ্ছেন। বুঝতে পারছেন, আশপাশটা অনুভব করতে পারছেন। আমরা ডাকলে উনি তাকাচ্ছেন, মাথা নাড়ছেন। কখনও কখনও ইশারায় 'হ্যাঁ' বা 'না' বোঝানোরও চেষ্টা করছেন।" বুদ্ধদেবের ব্লাডগ্যাসের মাত্রা ধারাবাহিক ভাবে মাপা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন কৌশিক। তিনি আরও জানান, ব্লাডগ্যাসের মাত্রা ৫০-এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে বুদ্ধদেব এখনও বিপন্মুক্ত নন। বরং, সঙ্কটজনকই রয়েছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা।

১ আগস্ট পুণে সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, ভূষিত হবেন লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কারে

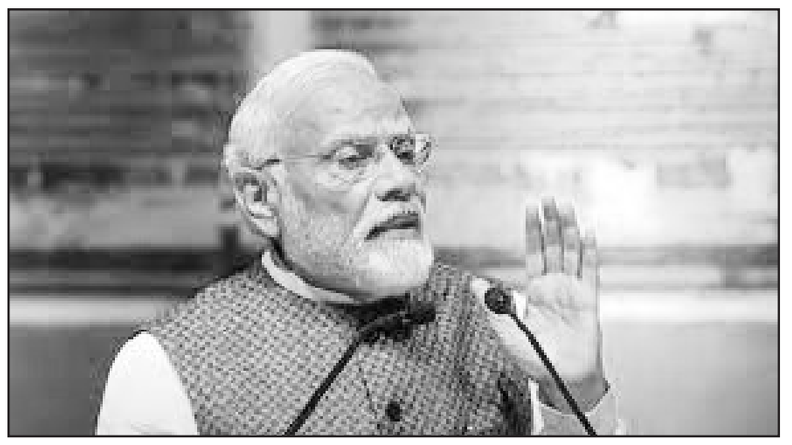

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১ আগস্ট, মঙ্গলবার একদিনের সফরে পুণে যাচ্ছেন। সফরের প্রথম পর্যায়ে দাগদুশেঠ গণপতি মন্দির দর্শন করবেন তিনি। এরপর প্রধানমন্ত্রীকে লোকমান্য তিলক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। ১৯৮৩ সালে তিলক স্মারক মন্দির ট্রাস্ট এই পুরস্কারটি চালু করে। দেশের উন্নয়নে যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন, তাঁদের প্রতি বছর পয়লা আগস্ট, লোকমান্য তিলকের প্রয়াণ দিবসে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ৪১-তম ব্যক্তি হিসেবে এই পুরস্কার পাবেন। এর আগে এই পুরস্কার পেয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় শঙ্কর দয়াল শর্মা, প্রণব মুখার্জি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, ইন্দিরা গান্ধী, ড় মনমোহন সিং-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সফরের পরবর্তী পর্যায়ে শ্রী মোদী, পুণে মেট্রো রেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিষেবাগুলির সূচনা করবেন। ২০১৬ সালে তিনিই এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

ব্যায়াম করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু

বাঁকুড়া, ৩১ জুলাই (হি স)। সাতসকালে মর্মান্তিক ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে। ঘটনাটি বিষ্ণুপুর থানা এলাকার ১৫ নং ওয়ার্ডের বইলা পাড়ার। ব্যায়াম করতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম স্বপন কুমার দে। বয়স ৭৩ বছর।

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মী। এভাবে তাঁর মৃত্যুতে অবশ্য রহস্য দেখছেন কেউ কেউ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, সোমবার সকালে প্রতিদিনের মতোই বাড়ির ছাদে ব্যায়াম করছিলেন স্বপনবাবু। বইলা পাড়া এলাকায় তাঁর দোতলা বাড়ি। তিনতলার ছাদ থেকে আচমকাই পড়ে যান তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়। সত্যিই কি পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন নাকি কেউ তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? এই প্রশ্ন উঠছে।

প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, স্বপনাববুর স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছেন। বাড়িতে তিনি থাকেন মেয়েকে নিয়ে।

মেয়ে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। এই অবস্থায় স্বপনবাবুর এমন আচমকা মৃত্যুর নেপথ্যে রহস্য দানা বাঁধছে। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, সকালের দিকে পাশে স্বপনবাবুর বাড়ি থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পান। তারপর তাঁরা বেরিয়ে দেখেন, স্বপনবাবু সামনের রাস্তায় পড়ে আছেন, মাথা ও নাক-মুখ থেকে রক্ত বেরচ্ছে। তাঁকে তড়িঘড়ি বিষ্ণুপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করা হয়।

এদিকে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নাকাটি করেন মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে। স্বপনবাবুর তেমন কোনও আত্মীয় নেই। ফলে মেয়েটিকে কে দেখবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ইস্টবেঙ্গল দিবসে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের মুন্নার স্ত্রী সুরভী ও দুই ফুটবলার

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.): আগামীকাল পহেলা আগস্ট উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের ১০৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অংশ নিতে আসছেন বাংলাদেশের চারজন ফুটবলার, একজন সংগঠক ও একজন সংগীত শিল্পী। বাংলাদেশের যারা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সংবর্ধনা পাচ্ছেন তারা হলেন- ফুটবলার শেখ মোহাম্মদ আসলাম, প্রয়াত ফুটবলার মোনেম মুন্না, রুমি রিজভি করিম, গোলাম গাউস, আবাহনীর পরিচালক হারুনুর রশিদ ও সঙ্গিত শিল্পী মেহরিন মাহমুদ।

আজ দুপুরে কলকাতা এসে পৌঁছেছেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলা ফুটবলার গোলাম গাউস। তার সঙ্গে আছেন প্রয়াত মোনেম মুন্নার স্ত্রী সুরভী মোনেম এবং আবাহনীর পরিচালক হারুনুর রশিদ। উল্লেখ্য বাংলাদেশের যে ক'জন ফুটবলার কলকাতা লিগে খেলেছেন তাদের মধ্যে বেশি সাড়া জাগিয়েছিলেন মোনের মুন্না। কলকাতায় আজও মোনেম মুন্নার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী।

৩ আগস্ট শুরু ডুরান্ড কাপ

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.): আগামী ৩ আগস্ট শুরু হচ্ছে এবারের ডুরান্ড কাপ। উদ্বোধন ম্যাচে যুবভারতী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান এবং বাংলাদেশের আর্মি দল। জমজমাট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান রয়েছে খেলা শুরুর আগে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডুরান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ দর্শকরা দেখতে পাবেন বিনামূল্যে। উদ্বোধনী ম্যাচের টিকিট বিনামূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আয়োজক কমিটি। আজ সোমবার থেকে মোহনবাগান তাঁবুতে এই ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে। ম্যাচের আগের দিন পর্যন্ত সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন সমর্থকরা।

সংখ্যালঘু স্কলারশিপে রাজ্য শীর্ষে, দাবি মমতার

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স)। এ রাজ্যে সংখ্যালঘু স্কলারশিপে বাংলা শীর্ষে, এই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় তিনি এ কথা জানান।

সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এ দিন তিনি বলেন, ২২টি জেলায় সংখ্যালঘু ভবন তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্র অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মৌলানা স্কলারশিপ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। ঐক্যশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেয় রাজ্য সরকার। এতে ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়। সরকার এই স্কলারশিপের জন্য ১,১০০ কোটি টাকা খরচ করে। সংখ্যালঘু স্কলারশিপের বিষয়ে বাংলা শীর্ষে আছে বলেও দাবি করেছ তিনি

বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ে 'না' হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স)। বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাওয়ের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়।

যুব কংগ্রেসের আগামী ৫ অগাস্টের কর্মসূচি বড়সড় ধাক্কা খেল। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এই সব কাজ সাধারণ মানুষের জীবনের উপর প্রভাব ফেলে তাই এই ধরনের কাজ না করাই উচিত। প্রধান বিচার পতি বলেন, রাজনীতি করতে হলে নির্দিষ্ট ফোরামে করুন। বিচারপতিরা জানান, এটা জনস্বার্থ বিরোধী কর্মসূচি, কোনওভাবেই তা করতে দেওয়া যাবে না। প্রধান বিচার পতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, এতে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। আর তা নিয়ে রাজ্য কিছু না করলে তা চিন্তার বিষয়। আর তার জেরেই বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও কর্মসূচি বাতিলের নির্দেশ দিল হাই কোর্ট। গত ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসে রাজ্যের সমস্ত বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করার ডাক দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আগামী ৫ আগস্ট রাজ্যের যত ছোট, বড়, মেজ বিজেপি নেতা আছেন, সকলের বাড়ি ঘেরাও করুন। একদম বাড়িতে কাউকে ঢুকতে বা বেরতে দেবেন না। তবে বাড়ির বয়স্কদের জন্য ছাড় রয়েছে। তাঁদের আটকাবেন না।"

এর পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে উঠে তা একটু সংশোধন করে দেন। তিনি জানান, বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরত্বে ঘেরাও করতে হবে। আর কর্মসূচি হোক ব্লকে ব্লকে।

তিনি বলেন, প্রোগ্রামটা একটু বদল করছি। বুথে বুথে নয়, ব্লকে ব্লকে ওই কর্মসূচি হবে নেতাদের বাড়ি থেকে ১০০ মিটার দূরে, যাতে কেউ অবরোধের কথা না তুলতে পারে। অভিষেকের ঘোষিত কর্মসূচি মঞ্চেই নেত্রী বদলে দেওয়া নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে তখন থেকেই চর্চা শুরু হয়। কিন্তু এরপরও হাই কোর্ট তা বাতিল করে দিল। এদিন প্রধান বিচারপতি টি শিবজ্ঞানম বলেন, "ধরুন কেউ বলল, হাই কোর্ট ঘেরাও করবে, তাহলে কি প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেবে না?" প্রধান বিচার পতি টিএস শিবাজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চের আরও বক্তব্য, শান্তি বিঘ্নিত করে এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে বাধা দেয়, এই ধরনের কোনও কর্মসূচিই পালন করা যাবে না। এ বিষয়ে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে প্রধান বিচার পতির ডিভিশন বেঞ্চে।

এদিন শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ২১ জুলাই নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বলেন, "২১ জুলাই সভার জন্য কোর্টে কোনও কাজ হয়নি। সাড়ে ১১ টার মধ্যে কোর্টরুম ফাঁকা হয়ে যায়। আমরা বিচার পতিরা উঠে যেতে বাধ্য হই। রাজনীতি করুন। আপনি জিতুন, অন্যরা হারুক। আপনি হারুন, অন্যরা জিতুক। কিন্তু তার জন্য সাধারণ মানুষ কেন ভুগবে?"

হাসিমারাতে বিমানবন্দর গড়ার পরিকল্পনা, বিধানসভায় জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স)। আলিপুরদুয়ারের হাসিমারাতে নতুন বিমানবন্দর তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের। সোমবার বিধানসভায় তেমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিমানবন্দর সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি। এ-ও জানিয়েছেন, হাসিমারার পর পুরুলিয়াতেও বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা আছে। সোমবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ সেখানে তাঁর এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। বিমানবন্দর নিয়েও প্রশ্ন করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিমান চলাচল প্রসঙ্গে জানতে চান ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরুপা মিত্র চৌধুরী। এই সব প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেন, "কোচবিহার, বালুরঘাটে বিমানবন্দর তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। মালদহের কাজও শেষ পর্যায়ে। এর পর হাসিমারাতেও একটি বিমানবন্দর তৈরি করার কথা ভাবা হচ্ছে।"

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অন্ডালে একটি কার্গো বিমানবন্দর চালু করা হবে। বিমানবন্দর তৈরি হবে পুরুলিয়াতেও। তবে এ বিষয়ে বিরোধী বিধায়কদের উদ্যোগী হতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রে যে হেতু বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন, তাই বাংলার বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে তিনি আরও জানান, "প্রায়শই ভয়ানক কিছু বিমান দুর্ঘটনার উদাহরণ উঠে আসে। আকাশে কার কী ভাগ্যে আছে, সেটা কেউ বলতে পারে না। বিমানবন্দর তৈরির জন্য আপনারা দ্রুত দিল্লি থেকে ছাড় পত্রের বন্দোবস্ত করুন। ডবল ইঞ্জিন বিমান চলাচলের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হোক। বিমানবন্দরের জন্য ইতিমধ্যেই ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।"

বিমানবন্দরের জন্য ছাড়পত্র দিয়ে থাকে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্র যত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে, তত দ্রুত বাংলার বিমানবন্দরগুলিতে বিমান চলাচল শুরু করা যাবে।

সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি-র নিয়োগ মামলাগুলিতে আপাতত স্থগিতাদেশ

নয়া দিল্লি, ৩১ জুলাই (হি স)। "এখন এসএসসি, গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, নাকি ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭-কোন মামলা শুনব, আমরা বুঝতেই পারছি না।" হরেক রকম জটিল এবং আংশিক সম্পর্কযুক্ত মামলায় বিভ্রান্ত খোদ সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার এই মন্তব্য করে এসএসসি-র নিয়োগ মামলাগুলিতে আপাতত স্থগিতাদেশ দিল।

রাজ্যের একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিভ্রান্ত খোদ দেশের শীর্ষ আদালত। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শুনানিতে বিচার পতি অনিরুদ্ধ বোস ও বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চের মন্তব্য, "আমরা বিভ্রান্ত, কোন মামলা শুনব, কোন মামলা শুনব না, সেটা বুঝতেই পারছি না।"সুপ্রিম কোর্টে তিনটি আলাদা এজলাসে আলাদা বিষয়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি ছিল। অর্থাৎ কোনটা এসএসসি, কোনটা প্রাইমারি, কোনওটা আবার অন্য-এরকম একাধিক মামলা রয়েছে। গত কয়েক মাসেই সুপ্রিম কোর্টে এরকম একাধিক মামলায় একাধিক বেঞ্চে পিটিশন ফাইল হচ্ছে।

ডেঙ্গুর পরিসংখ্যান দিয়ে মোকাবিলায় কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর, কক্ষত্যাগ বিজেপি-র

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স)। রাজ্যে ডেঙ্গুর বলি এখনও পর্যন্ত ৮ জন, আক্রান্তের সংখ্যা চার হাজারের বেশি। সোমবার বিধানসভায় ডেঙ্গু সংক্রান্ত তথ্য-পরিসংখ্যান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। জানালেন, ডেঙ্গু মোকাবিলায় অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

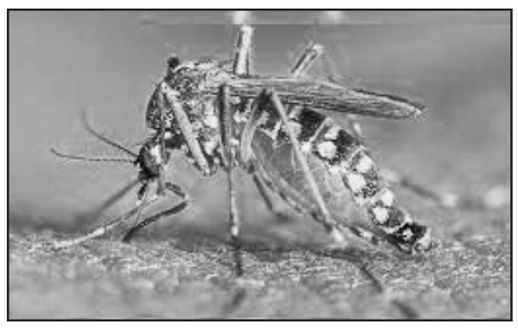

এ বিষয়ে বেসরকারি হাসপাতালগুলির উদ্দেশে তাঁর কড়া বার্তা, টাকার দিকে না তাকিয়ে আগে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা করা হোক। এদিকে, রাজ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে কেন? এই প্রশ্ন তুলে আলোচনার দাবি করেন বিজেপি বিধায়করা। সেই দাবি খারিজ হওয়ায় ওয়াকআউট করে বিরোধী দল।

এদিন বিধানসভার অধিবেশনের শুরুতেই ডেঙ্গু নিয়ে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। আক্রান্ত ৪৪০১ জন। বেসরকারি হাসপাতালগুলির উদ্দেশে তিনি বলেন, টাকার দিকে না তাকিয়ে ডেঙ্গু রোগী এলে ব্যবস্থা নিন, চিকিৎসা করান।

এ বিষয়ে তাঁর আরও বক্তব্য, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কোনও হাসপাতাল নিতে অস্বীকার করলে তার লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। এনিয়ে একটি কমিটিও গড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ডেঙ্গু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জবাব ও আলোচনা চেয়ে বিধানসভায় প্রসঙ্গটি তোলে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিধায়কদের সেই দাবি খারিজ হয়ে যায়। এরপরই ক্ষুব্ধ বিজেপি অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করে বেরিয়ে আসে। বাইরে বেরিয়ে মশারি ও মশার কাটআউট, ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ডেঙ্গি নিয়ে প্রকৃত তথ্য দিচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী। কমপক্ষে ১০ লক্ষ আক্রান্ত। তাঁরা যথাযথ তথ্যের জন্যই আলোচনা চাইছেন। কিন্তু স্পিকার তা খারিজ করেন। সূত্রের খবর, এদিন ডেঙ্গু নিয়ে বিজেপির মশারি বিলির কর্মসূচিও রয়েছে।

ঘাটালে পাটখেতে উদ্ধার সিপিএম এজেন্টের ক্ষতবিক্ষত দেহ

মেদিনীপুর, ৩১ জুলাই (হি স)। এবার এক সিপিএম প্রার্থীর এজেন্টের ক্ষতবিক্ষত দেহ মিলল পাটখেতে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঘাটালে। অভিযোগ, খুন করা হয়েছে ওই যুবককে, যার নেপথ্যে নাকি তৃণমূল। এদিকে শাসকদলের দাবি, ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগ নেই তাঁদের দলের।

মৃতের নাম সঞ্জয় করণ। তাঁর বয়স ৪৫ বছর। পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের জয়বাগের বাসিন্দা ওই সিপিএম এজেন্ট। তাঁর দাদা জয়বাগ থেকেই পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেই দাদারই এজেন্ট ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, পেশায় গাছ কাটা শ্রমিক ছিলেন সঞ্জয় করণ। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। তারপর আর হদিশ মেলেনি ওই ব্যক্তির। একাধিক জায়গায় খোঁজ নিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

পরে সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাটখেতে উদ্ধার হয় দেহ। বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃতের দাদার দাবি, পরিকল্পনামাফিক তাঁর ভাইকে মদ খাইয়ে খুন করা হয়েছে। তারপর প্রমাণ লোপাটের জন্য দেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে পাটখেতে।

যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। তাঁদের দাবি, মৃত ব্যক্তি রীতিমতো মদ্যপ বলেই এলাকায় পরিচিত। রবিবার রাতেও এক নির্মীয়মাণ বাড়িতে মদের আসরে ছিলেন তিনি। হয়তো সেখানেই কোনও অশান্তির কারণে খুন। যদি ঘটনার নেপথ্যে কে বা কারা রয়েছেন, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সব মিলিয়ে, ভোট পর্ব মিটলেও অশান্তি থামছে না।

সোমবার দিল্লিতে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী মহাশয় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মহামহিম সভাপতি মাল্লিকার্জুন খাড়গের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ত্রিপুরার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যে আগামীদিনে কিভাবে ত্রিপুরার কংগ্রেসকে এগিয়ে নেয়া যায় ও প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যান্য শাখা সংগঠন গুলোকে উজ্জীবিত করার লক্ষে এগোনো যায়।

সিআইটিইউ

● প্রথম পাতার পর

সম্পদ আণবিক শক্তি এই সমস্ত মূল্যবান সম্পদ গুলিও দেশের সরকার বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। তাতে কাজ হারাচ্ছেন বহু মানুষ। তাই বিজেপির জনবিরোধী এই নীতির বিরুদ্ধে মোকাবেলার জন্য আন্দোলনে একমাত্র পথ বলে মনে করে সিটু। তাই শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে আগামী দিনে দেশ ও রাজ্যব্যাপী যে আন্দোলন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংগঠন।সিটুর রাজ্য সভাপতি মানিক দে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যে কাজের অভাব রয়েছে। গ্রামের গরীব মানুষ, বেকাররা কাজ পাচ্ছেন না। তিনি আরও অভিযোগ করেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের টাকা ফেরত চলে যাচ্ছে। অথচ সরকার কোন কাজ করছে না। বামফ্রন্ট আমলে তৈরি হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন নতুন করে ফিতা কাট ছে পোস্টর লাগাচ্ছে। এটাই উন্নয়ন বলে দাবি করছে তারা। অথচ মানুষ ভাতা পাচ্ছে না নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের অধিকার পাচ্ছে না বিষয়গুলো স্বীকার করলেও তার সমাধানে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ তার। সাংবাদিক সম্মেলনে ঋজ্জ্বউড্ড রাজ্য সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন রাজ্যে ডেঙ্গুর বিস্তার ঘটছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। বিশেষ করে ধলাই জেলায়। কিন্তু এই প্রকোপ মোকাবেলায় রাজ্য সরকারের কোনও ভূমিকা নেই বলে তিনি অভিযোগ করেন। দেশের খনিজ সম্পদ বেসরকারী হাতে তুলে দিতে সংসদে বিল পাশ হয়েছে উল্লেখ করে তিনি এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভুমিকারও সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন, আগরতলার আই জি এম হাসপাতালের ভবনে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চালু হওয়া নার্সিং কলেজ নতুন ভাবে উদ্বোধন করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এর জন্য তিনি রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে ঋজ্জ্বউড্ড নেতা সমর চক্রবর্তীও উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এবিভিপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কল্যাণপুরে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্দনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩১ জুলাই।। ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৫ তম রাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থী দিবস উপলক্ষে সোমবার কল্যাণপুরের লোটাস কমুইনিটি হলে ছাত্র ছাত্রী দের অভিনন্দন জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপত্বিত করেন তিয়াসী দেব রায়। ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিদ্যার্থী পরিষদ এর দীপ্তনু শুক্ল দাস, প্রাক্তন শিক্ষক কানাই শীল, বিদ্যার্থী পরিষদ এর রাজ্য কমিটির এক্সেকিউটিভ মেম্বার রাজীব দেব। এই অনুষ্ঠানে কল্যাণপুর এলাকার প্রায় ১৫ টি বিদ্যালয়ের ২০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয় যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিধায়ক তার বক্তব্যে বলেন ছাত্র ছাত্রীরা আগামী দিনের কারিগর। আগামী দিনে এরাই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পরে দেশের মঙ্গলার্থে কাজ করে যাবে। ছাত্র ছাত্রী দের প্রকৃত মানুষ হবার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন ছাত্র ছাত্রী দের দেশ হিতইসি হতে হবে। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বাম আমলের ছাত্র সংগঠন গুলোর সমালোচনা করে তিনি বলেন ওই সময় আমরা কি দেখেছি। স্কুল কলেজ বাদ দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের রাস্তায় মিছিল মিটিং করতে বাধ্য করা হতো। সাথে ছিলো চাঁদা বাজি। কিন্তু এখন আর এসব নেই। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ প্রকৃত অর্থেই ছাত্রছাত্রী দের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে। এদিন কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কালীবাজারে কৃষকদের জন্য নির্মিত কোল্ড চেম্বার নর্দমায় পরিণত, হেলদোল নেই দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। কৃষকদের জন্য নির্মিত কোল্ড চেম্বার নর্দমায় পরিণত হয়েছে ব্যবহারের আগেই। এদিকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সংরক্ষণ করার মতো ফসল এবং ফল উৎপাদন করে সমস্যার সম্মুখীন এলাকার চাষীরা। ঘটনা বামুটিয়ার কালী বাজারে। সময় বদলেছে। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনের সাথে সাজুজ্য রেখে চাষীদের সহযোগিতা করতে কালীবাজার স্থাপন করা হয় সৌরশক্তি পরিচালিত কোল্ড চেম্বার। সরকারের এই উদ্যোগ দেখে কৃষি কাজকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করে এলাকার চাষীরা। বিশেষ করে এলাকার কিছু প্রগ্রেসিভ ফার্মার এলাকায় নতুন ধরনের ফসল এবং ফল উৎপাদনে এগিয়ে আসছে। যে সমস্ত ফসল এবং ফল বামুটিয়ায় বা তাঁর সংলগ্ন এলাকায় কখনোই উৎপাদন হতো না। এর মধ্যে রয়েছে ক্যাপসিকাম, বেবিকর্ন, ড্রাগন ফ্রুটস, জাতীয় ফল এবং সবজি।প্রায় ছয় মাস আগে কালী বাজারে স্থাপন করা হয় কোল্ড চেম্বার। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার পরিষেবা পায়নি স্থানীয় কৃষকরা। বর্তমানে মাছ বাজারের সমস্ত জঞ্জাল আবর্জনা নিয়ে ফেলা হচ্ছে কোল্ড চেম্বারের চার পাশে।এই কোল্ড চেম্বার ব্যবহার করার দাবিতে এলাকার চাষীরা একাধিকবার বামুটিয়া এগ্রি সাব ডিভিশনের এস.এ রাজু রবিদাসের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। যতদূর জানা গেছে পূর্ত দপ্তর থেকে কোল্ড চেম্বারের ভেতরে সবজি এবং ফল রাখার জন্য রেক স্থাপন করা হয়নি। ফলে কৃষি দপ্তর পূর্ত দপ্তরের কাছ থেকে এই কোল্ড চেম্বারের দায়িত্বভার বুঝে নিচ্ছে না। এই দুই দপ্তরের মাঝে পরে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সম্মুখীন চাষীরা।কৃষি কলেজের সহযোগিতায় বেশ কিছু চাষী বেবীকর্ণ চাষ শুরু করলেও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সংরক্ষণের অভাবে সঠিকভাবে বাজারজাত করা যায়নি। ফলে যারা এই চাষ করেছেন প্রত্যেকেই ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। কোল্ড চেম্বারের উপর ভরসা করে চাষিরা নতুন চাষের দিকে এগিয়ে গেলেও কোল্ড চেম্বার সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা।

স্যাটেলাইট

● প্রথম পাতার পর

পানীয় জলের সংযোগ প্রদানেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুরনিগম এলাকার ২৬টি ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা হবে। বাকী ওয়ার্ডগুলোতে ইতিমধ্যেই পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে। আগরতলা পুরনিগম এলাকার প্রায় ৬৪ শতাংশ বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ প্রদানের কাজ করেছে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর। অমরুত ২.০ প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শেষ হলে তা ৭২ শতাংশে পৌঁছাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জল মানুষের জীবন ধারণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই জলের অপচয় রোধে সকলকেই সচেতন থাকতে হবে। আগরতলা পুর নিগম সহ বিভিন্ন পুর সংস্থা ও নগরপ'ায়েতগুলো নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবা প্রদানে সফলতার সঙ্গে কাজ করছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (আরবান) প্রকল্প রূপায়ণে অসাধারণ সাফল্যের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির মধ্যে বেস্ট পারফরমিং স্টেট হিসেবে পুরস্ক'ত হয়েছে। স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ সার্ভে-২০২২ অনুসারে ছোট রাজ্যগুলোর মধ্যে ত্রিপুরাকে সবচেয়ে স্বচ্ছ রাজ্য হিসেবে দেশের রাষ্ট্রপতি পুরস্ক'ত করেছেন। ইণ্ডিয়ান স্বচ্ছতা লীগ-এর অধীনে স্পেশাল মেনশনস ৩ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ ক্যাটাগরিতে আগরতলা পুর নিগমকে পুরস্ক'ত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহর এলাকার উন্নয়নে রাজ্য সরকার যে আন্তরিক তা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বাজেটেই প্রতিফলন হয়েছে। নগরায়ণের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে মেটাতে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী স্যাটেলাইট টাউন ডেভেলপমেন্ট স্কিম নামে নতুন একটি প্রকল্প চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্পে আগামী ৫ বছরে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলা, উদয়পুর এবং ধর্মনগরে স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পের প্রাথমিক কাজের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে ১০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা শহর এবং রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলোতে সুয়েরিজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য এবারের বাজেটে ৫০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। পর্যটকদের আকর্ষিত করতে এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৈলাসহরে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাণিজ্যিক সুবিধা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের ১৯টি বিভিন্ন শহরে ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সোলার হাইমাস্ট লাইটিং সিস্টেম স্থাপন করা হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পুরনিগমগুলোর পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে এবারের বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প নামে নতুন একটি প্রকল্পের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে আগামী ৫ বছরে টুয়েপ-কে অন্তর্ভক্ত করে ১৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এছাড়াও ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমলপুর নগরপ'ায়েতের নতুন অফিস বিল্ডিংও নির্মাণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার একটি জনকল্যাণমুখী সরকার। আর তা কাজের মাধ্যমেই প্রমাণিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, আগরতলা শহরের সৌন্দর্যায়ণ থেকে শুরু করে নিকাশী ব্যবস্থা ও বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আগরতলা পুরনিগম গুরুত্বসহকারে কাজ করছে। শহর এলাকার প্রতিটি নাগরিককে মৌলিক পরিষেবা প্রদান করাই হচ্ছে আগরতলা পুরনিগমের অন্যতম লক্ষ্য। অমরুত ২.০ প্রকল্পটির সফল রূপায়ণ হলে আগরতলা পুরনিগম এলাকার প্রতিটি পরিবারে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছানো সম্ভব হবে। স্বাগত বক্তব্যে নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা রজত পন্থ বলেন, অমরুত ২.০ প্রকল্পের অধীনে পুরনিগম এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৪৭টি ডিপ টিউবওয়েল, ৩১টি আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট, ২৫৮ কিমি পানীয় জলের পাইপলাইন সম্পসারণ সহ ১৬ হাজার ২২৪ টি পরিবারে টেপের মাধ্যমে পানীয় জলের সংযোগ প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পটি রূপায়ণে ১১৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং ও মুখ্য বাস্তুকার শ্যামলাল ভৌমিক।

বক্সনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচনে ভাজপার প্রার্থী নিয়ে জোর আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩১ জুলাই।। ২০ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৪৩ হাজার এর একটু বেশি ভোটার রয়েছে। এ কেন্দ্রে রয়েছে হিন্দু মুসলিম উপজাতি লোকের বসবাস। ৫১টি বুথ কেন্দ্র রয়েছে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে। গত উনিশে জুলাই বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শামসুল হক সাহেব রাত ১:৩০ মিনিটে ইহ লোকের মাইয়া ত্যাগ করিয়া, পরলোকে গমন করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি ফেরার দেশে চলে গেলেন। তিনি রেখে গেলেন স্মৃতি, দিয়ে গেলেন ইতিহাস আমাদের বক্সনগর কেন্দ্রের সাধারণ মানুষের হৃদয়ের বন্ধনে, এটা হয় প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি ক্ষণে চলার পথে অভিভাবকহীন। সাংবিধানিক সংকট তৈরি হয়েছে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে, উনার মৃত্যুতে অকাল উপনির্বাচন নির্বাচন হতে চলেছে বক্সনগর কেন্দ্রে। ২০ বক্স নগর বিধানসভা কেন্দ্রে ২০১৮ সালের নির্বাচনে কৃষি বিজ্ঞানী তথা বাহারুল ইসলাম মজুমদার লড়াই করেছিলেন পদ্মফুল চিহ্নে।তিনি মন্ত্রী শহীদ চৌধুরী নিকট ৯০০০ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। বিশেষ করে সংখ্যালঘু এবং উপজাতি ভোটার দের মনের দাগ কাটতে পারেনি, পাশাপাশি বিজেপি সম্পর্কে ঘৃণা হিংসা-বিদ্বেষ এলার্জি তো রয়েছে। তিনি সে কারণেই পরাজয় বরণ করেছেন। নির্মম ভাগ্যের কি পরিহাস তিনি পরাজিত হয়েও, কিন্তু গোটা বক্সনগর কেন্দ্রটি সাংগঠনিক ভাবে তৈরি করে, বাগান সাজিয়েছিলেন। উনিও মৃত্যুবরণ করেন উনার মৃত্যুতে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, বক্সনগর মন্ডল বিজেপির মধ্যে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বক্সনগর কেন্দ্রের ভূমিপুত্র বলে তোফাজ্জল হোসেনকে ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াইয়ের সুযোগ দেন পদ্ম চিহ্নে। ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভা ভোট হয়ে গেল, ভোটের ফলা ফলে দেখা গেছে প্রায় ৫০০০ ভোটে, উনার প্রতিদ্বন্দ্ব সিপিআই এম পার্টি শামসুল হকের নিকট পরাজিত হয়েছেন। আবার তীপরা পার্টি প্রার্থী চার হাজার এবংতৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এক হাজার ভোট টেনেছেন। দুই বার বক্সনগর কেন্দ্রে বিজেপি সংখ্যালঘু থেকে প্রার্থী দিয়েছিল। পার্টি ভেবেছিল অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে একটু বেশিসংখ্যালঘু ভোটার, হয়তো টেনে নিতে পারলে বাম মুক্ত হবে, কিন্তু আশার ঘুরে বালি। ১৮ নির্বাচনের পর এটা নাকি বক্স-নগরের মুসলিমদের জন্য ঐতিহাসিক ভুল হয়েছিল। ২০২৩ আর হবেনা, দেখা গেল ২০১৮ বিধানসভা ফলাফলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী আমজনতার মধ্যে স্পর্শ করতে পারেনি, ঠিক সেভাবে জন সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি, বিগত ইতিহাস কালো অধ্যায় ছিল। সেই জন্য জনতা জনার্দন মনে প্রানে মেনে নেননি। যার কারণে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি কে পরাজয়ের মুখ দেখতে হল। নির্বাচনের ফলাফলের পর গোটা বক্সনগর এলাকার একটা জঙ্গল রাজকাম হয়েছিল এবং এলাকায় কাল অধ্যায় রচিত করেছিল। বক্সনগর একাংশের নেতৃত্বে এসব অনৈতিক অনেক ঘটনা ঘটেছিল। যা আমজনতার এক দুঃখ কষ্ট আঘাত অনেকের ক্ষয়ক্ষতি লোক পর্যন্ত মারা গিয়েছে ওইসব কর্মকাণ্ডের ফলে। তাই এখন বর্তমানে গোটা বক্সনগর এলাকা গুঞ্জন চলছে ভারতের জনতা পার্টি থেকে উপনির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন আদর্শ, নিষ্ঠাবান জনদরদি, জনসম্পর্ক ভালো রয়েছে, এ কেন্দ্রে এমন ব্যক্তিত্বকে প্রার্থী করা হোক। গোটা বক্সনগর এলাকার জাতী উপজাতিসংখ্যালঘু অংশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন এবং বুদ্ধিজীবী নাগরিক তাদের থেকে দাবি উঠেছে এলাকায় ভালো প্রার্থী হলে, বাম মুক্ত হবে, ওটা বক্সনগর উন্নয়নের আলোয় আলোকিত হবে। যদি স্বচ্ছ ভাব র্সম্পন্ন লোক পার্থী পদে না দেওয়া হয়, তাহলে দলের একটা অংশ নির্দল থেকে পদপ্রার্থী হতে পারে। রাজনৈতিক গোপন সূত্রের খবর থেকে জানা যায়। এখন দেখার বিষয় আগামীউপনির্বাচনকে নিয়ে রাজ্যের শাসকদল কিরকম চিন্তাভাবনা করেন সেটা সময়ই বলবে।

বক্সনগরে সিপিএমের প্রয়াত বিধায়কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ মথার বিজিত প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। বক্সনগরের প্রয়াত বিধায়ক শামসুল হক ছিলেন জননেতা। তার দেখানো পথ জনগণের কাছে আদর্শ হতে পারে। তবে আগামী দিনে এই কেন্দ্রে কে প্রার্থী হবে তা এখনো দল ঠিক করেনি। তবে শামসুল হকের প্রতি দলের যে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য রয়েছে তা এক প্রকার বুঝানোর চেষ্টা করলেন ওই কেন্দ্রে গত বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রা মাথা দলের বিজিত প্রার্থী আবু খায়ের। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বারবারই শামসুল হকের সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং রাজনৈতিক উর্ধে উঠে তিনি যে জননেতা ছিলেন তা বলার চেষ্টা করেছেন আবু খায়ের। তার এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট আগামী দিনে ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে মথা প্রার্থী দেবে কিনা এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন তার মৃত্যুর পর ওই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থী নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি উঠে পড়ে নেমেছে। অথচ বক্স নগরের মানুষের মতাম ত জানার চেষ্টা করেন। মথা সেই বিষয়টিকে ই প্রাধান্য দিয়ে আগামী দিনে জননেতা শামসুল হকের দেখানো পথে এগোতে চায়। এমনটাই অভিমত তার। তিনি এও বলেন শামসুল হক মারা যাওয়ার পর দলের সুপ্রিমো মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন বহি রাজ্য ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি তাকে ফোন করে প্রয়াতের খোঁজখবর নেন এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শুধু তাই নয় তার নির্দেশ অনুসারী তিনি এবং তার দলের কর্মীরা প্রয়াতের বাড়িতে ছুটে যান এবং তাকে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা জানান। আবু খায়ের এও বলে গত বিধানসভা নির্বাচনে সোনামুরায় সিপিএমের ব প্রার্থী দেবব্রত ভট্টাচার্য কেউ তিনি শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানান। তার সামাজিক দায়বদ্ধতা জন্যই মানুষ তাকে মনে রাখবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। অর্থাৎ এই সমস্ত কথাবার্তা থেকেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে আগামী দিনে ধনপুর এবং বক্সনগর উপনির্বাচনে মথা প্রার্থী না দিলেও বাম প্রার্থীদের প্রতি সমর্থন জানাতে পারে। এমনই আজ পাওয়া গেছে এদিন তার কথায়। যদিও তিনি বারবার বলার চেষ্টা করেছেন বক্সনগর এবং ধনপুরে কে পার্টি হবে তা দল ঠিক করবে। এদের সাংবাদিক সম্মেলনে মথার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাস মহোৎসব কার্যক্রম যাত্রা শুরু করল চারিপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ভারতীয় শিক্ষণ মন্ডল ত্রিপুরা প্রান্ত, ব্যাস মহোৎসব কার্যক্রম যাত্রা শুরু করল চারিপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাধ্যমে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমবিবিবি ইউনিভার্সিটি এর উপাচার্যন প্রফেসার ডঃ সত্যদেও পোদ্দার , উনি ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন শিক্ষকের সাথে ছাত্রছাত্রীর কি কর্তব্য। পাশাপাশি কেন মহর্ষি ব্যাসদেবকে গুরু হিসেবে পূজন করা হয়। তাছাড়া ডক্টর শংকর নাথ তিবারি, ত্রিপুরা প্রান্ত ভারতীয় শিক্ষণ মন্ডলের সেক্রেটার, উনি বক্তব্য তুলে ধরেন যে শিক্ষণ মণ্ডলকে কিভাবে বিদ্যালয় থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত মন্ডলের কাজকে বিস্তারিত করা যায়। তাছাড়া মন্ডলের উদ্দেশ্য কি বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন এনআইটি আগরতলা কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের সহ অধ্যাপক ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি ভৌমিক। উনি ছাত্রদের

মধ্যে তুলে ধরেন কিভাবে আইটিকে দৈনন্দিন জীবনে সুফল ভাবে ব্যাবহার করতে পারবে। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চারিপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রাবণী চৌধুরী এবং সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সহযোগিতা করেছেন স্কুলের সহ প্রধান শিক্ষিক প্রদীপ কুমার দাস মহোদয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটিকে সম্পন্ন করেন। আগামী দিনগুলিতে 'ভারতীয় শিক্ষন মন্ডল 'স্কুল স্তরে আরো বেশী শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম চালু রাখার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বিজ্ঞপ্তি

● প্রথম পাতার পর

চাকুরীর সুযোগ পেয়ে যাবে। ফলে রাজ্যের বেকাররা বঞ্চিত হবে বলে দাবী করেন তিনি। সেই সাথে কংগ্রেস নেতা পার্থ আচার্যী বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধীন স্কুলগুলিতে সিবিএসসি বোর্ডে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা যাতে বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারেন সেই দাবী জানান। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা শান্তি রঞ্জন দেবনাথ।

লালু যাদবের পরিবারের ৬ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করল ইডি

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে। জমির জন্য চাকরির মামলায় লালু যাদবের পরিবারের ৬ কোটি টাকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি।সোমবার দেওয়া তথ্যে সূত্রে জানা গেছে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট লালু পরিবারের ছয় কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। ইডি এই সম্পত্তিগুলি সংযুক্ত করার জন্য মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে একটি অস্থায়ী আদেশ জারি করেছে।তথ্য অনুযায়ী, পাটনায় অবস্থিত বিহতা, মহুয়াবাগ এবং দানাপুরে আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। উল্লেখ্য, লালু প্রসাদ ছাড়াও তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী, বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব ইতিমধ্যেই এই মামলায় তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন।

অসম পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

পাড়া থেকে এক রোহিঙ্গা পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিশ। ধৃত পাচারকারী কাজল সরকারের বাড়ি থেকে বিষ্ণু চন্দ্র মন্ডল নামে এক বাংলাদেশিকেও বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কাজল সরকারের ঘরে তল্লাশি করে নয়টি জাল আধার কার্ড, দুটি প্যান কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য তো কালই ছিল বিশ্ব মানব পাচার বিরোধী দিবস। এই উপলক্ষে খোলার স্বরের বাবুবাজার পুষ্প রাজ ক্লাবের ব্যবস্থাপনা একমত বিনিময় সভা হয় সেখানে বিএসএফের ১৯৯ নং ব্যাটেলিয়ানে ইন্সপেক্টর রবি কমল জেলা শিশু কল্যাণ কমিটির সদস্য জ্যোতির্ময় পাল আইনজীবী ওয়মিনুল হক উপস্থিত ছিলেন।

গ্রেফতার পাঁচ

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দা শংকর ভট্টাচার্য বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

ধর্মনগর থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার মধ্যরাতে পুলিশের এক দল নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে দুর্গাপুর এলাকায় নিষিদ্ধ মাদক ট্যাবলেট ইয়াবা হস্তান্তরের সময় দেবাশিস পাল এবং শংকর ভট্টাচার্যকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে দুই প্যাকেটে মোট ৩৬০টি নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবাগুলির আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য কমপক্ষে দুই লক্ষাধিক টাকা হবে।

মাদক কারবারে জড়িত অভিযোগে ধৃতদের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় ১২০/২৩ নম্বরে এনডিপিএস-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

ছাত্রছাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

তাদের স্কুলে ইংরেজি বিষয় শিক্ষক শিক্ষিকা আর নেই, তার মধ্যে উনা কে যদি বদলি করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের পড়াশোনা প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে,তাই তাদের দাবি শিক্ষিকার বদলি যাতে রদ করা হয়,অভিভাবকদের আইএস বলেন স্কুলের এসএমসি কমিটির সাথে কথা বলে দক্ষিণ জেলা শিক্ষা অধিকর্তার সাথে কথা বলার জন্য বলেন।এদিকে ছাত্র, ছাত্রী দের শিক্ষিকার বদলি রদ করা না হলে আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

অধিবেশন

● প্রথম পাতার পর

আলোচনা শুরু হতেই হইচই শুরু করেন বিরোধীরা, তাই দুপুর ২.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।পরে ফের অধিবেশন শুরু হলে, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় বলেন, 'আমার দফতর সদনের কিছু নেতাকে নোটিশ পাঠাবে। আমরা একটি উপায় খুঁজতে দুপুর ২.৪৫ মিনিটে দেখা করব।' এরপর দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

অবস্থা করুণ

● আটের পাতার পর

শেষে কৃষান মোর্চা রাজ্য কমিটির সদস্য গোপাল সরকার জানান জয়দেব দাস ভারতবর্ষের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তার কোন প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস ছিল না। যার ফলে বারবার সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। তার নেই কোন জায়গা সম্পত্তি, ঘরবাড়ি। এম আর দাস পাড়া এসপিও ক্যাম্প সংলগ্ন মেইন রাস্তার পাশে একটি ঝুপড়ির মধ্যে তার দুই ছেলেমেয়ে, স্ত্রী নিয়ে কোনক্রমে দিন যাপন করত। তাহা দেখে অনেকেই ভাবতো যেহেতু পাশে ইট ভাট্টা রয়েছে, হয়তোবা এটি ভাট্টার শ্রমিকদের ঘর। এদিন এমডিসি জয়দেব দাসের পরিবারকে কিছু আর্থিক সাহায্য করেন। পাশাপাশি আজকের মধ্যেই পরিবার''টিকে এই ঝুপড়ি থেকে সরিয়ে অন্যত্র সরকারি কোনো একটি পরিত্যক্ত ঘরে ঠাই দেওয়ার কথা জানান। তিনি আরো জানান মহকুমা শাসকের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের একটু মাথা গোজার ঘরবাড়ির জায়গা ব্যবসা করে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, রেশন কার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বের করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন। এমডিসি''র আশ্বাস পেয়ে অসহায় পরিবারটি আবার নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তাতে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

অঙ্গন

ত্রিপুরা সরকার
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর
গোর্খাবস্তি, এয়ারপোর্ট রোড
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা
Email : dir.obcw-tr@gov.in

বিজ্ঞপ্তি

National Test Agency এর মাধ্যমে (http://yet.nta.ac.in) Yasasvi Entrance Test 2023 – PM YASASVI Top class Education in School for OBC and others ২০২৩ - ২৪ ইং শিক্ষাবর্ষে জন্য যেসমস্ত OBC ছাত্রছাত্রীরা Online দরখাস্ত করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে বর্ধিত সময়ের বিষয়ে এই Website এ www.obcw.tripura.gov.in / http://yet.nta.ac.in এর মাধ্যমে অবগত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে ছাত্র ছাত্রীদের-Online আবেদন করার সময়সীমা আগামী ১০ই মার্চ ২০২৩ ইং পর্যন্ত Upto (11:50pm) ধার্য্য করা হয়েছে যোগাযোগ 0381-232-9034, 8798224220।

অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-629/23

মহিলা ফুটবল: সঙ্গীতার জোড়া গোল জয় দিয়ে সুপারলিগ শুরু জম্পুইজলারও

জম্পুইজলা-২ (সঙ্গীতা-২) ফুলো ঝানু-১ (দিপালী)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। দুরন্ত ম্যাচ। লড়াই শেষ মিনিট পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জয় পেয়ে খেতাবের দৌড়ে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে শীর্ষ স্থানে রয়েছে বুদ্ধ দেববর্মা-র জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবলে। সোমবার সুপার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ২-১ গোলে পরাজিত করে সুজিত ঘোষের ফুলো ঝানো দলকে। দুইদলের ফুটবলারই একাধিক সহজ সুযোগ নষ্ট করে একসময় একসময় দলীয় কর্তাদের স্নায়ুর চাপ বাড়িযে দিয়েছিলো। নিজেদের রক্ষণভাগ সামলে শুরু থেকেই কাউন্টার অ্যাটাকের উপর নির্ভর করে খেলতে থাকে দুদলের ফুটবলাররা। ফলে প্রথমার্ধে আক্রমণের তেমন তেজীভাব লক্ষ্য করা যায়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই সঙ্গিতা রায়কে কিছুটা উপরে ব্যবহার করতেই সাফল্য ধরা দেয় জম্পুইজলাকে। মূলত: কোচ বুদ্ধ দেববর্মা-র ওই মোক্ষম চালেই শেষ পর্যন্ত বাজিমাৎ করে জম্পুইজলা। প্রথমার্ধ গোলশূণ্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সঙ্গিতা রায়ের গোলে এগিয়ে যায় জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। গোল হজম করতেই সমতা ফেরাতে মরিয়া হয়ে উঠেন ফুলো ঝানো দলের ফুটবলাররা। দলকে আক্রমণে নেতৃত্ব দেন দিপালী হালাম। ক্রমাগত আক্রমণ করলেও জম্পুইজলার রক্ষণভাগে চিড় ধরাতে পারেনি সুজিত ঘোষের মেয়েরা। ৬৪ মিনিটে দলের এবং নিজের দ্বিতীয় গোল করে জম্পুইজলার জয় নিশ্চিত করে দেন সঙ্গিতা রায়। দুই গোল হজম করার পরও মরিয়া হয়ে লড়তে থাকেন ফুলো ঝানো দলের ফুটবলাররা। যা প্রশংসার দাবি রাখেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১ মিনিট আগে ব্যবধান কমান দিপালী হালাম। তবে বেশ কয়েকটি সুযোগ যদি দিপালী-রা হাতছাড়া না করতো তাহলে ম্যাচের ফলাফল অন্যরকম হতে পারতো।

রেফারি তাপস দেবনাথ হলুদ কার্ড দেখান বিজয়ী দলের কোচ বুদ্ধ দেববর্মাকে। ম্যাচের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের সঙ্গিতা রায়।

মহিলা : সুপারলিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
স্পোর্টস স্কুল	১	১	০	০	৩-০	৩
জম্পুইজলা	১	১	০	০	২-১	৩
ফুলো ঝানু	১	০	০	১	১-২	০
কিল্লা মর্নিং	১	০	০	১	০-৩	০

ত্রিপুরা সরকার
প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর
পি. এন. কমপ্লেক্স, আগরতলা

ভারত সরকার কর্তৃক Rashtriya Gokul Mission (RGM) এর অর্ন্তগত "Breed Multiplication Farm" স্কীম এর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন উদ্যোগী ব্যক্তি, FPO, SHGs, FCO, JLG এবং section 8 companies আবেদন করতে পারবেন।

- উক্ত "Breed Multiplication Farm" স্কীম এর Project cost হচ্ছে এক কোটি টাকা (Rs.1.00 crore) এবং অন্তত ৫০টি (পঞ্চাশটি) উচ্চ উৎপাদনশীল দুধবতী গাভী (1st or 2nd Lactation) নিয়ে প্রজেক্টটি শুরু করতে হবে।
- উক্ত প্রজেক্টটি National Dairy Development Board (NDDB) কর্তৃক সহায়তার দ্বারা সম্পন্ন হবে।
- উক্ত "Breed Multiplication Farm" স্থাপনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পুরো প্রজেক্ট এর ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অথবা সর্বোচ্চ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা (Rs.50.00 Lakh) subsidy হিসাবে NDDB এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে।
- ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক গো-পালন অথবা গো-প্রজনন (Breeding) এর উপর। আবেদনকারীর ৫০টি গাভী পালনের উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় জায়গা থাকিতে হইবে।
- উক্ত প্রজেক্ট এর জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিরা প্রথমে NDDB এর website যথা https//eoi.nddb.coop এ গিয়ে নাম নথীভুক্ত করতে হবে এবং তৎপরবর্তী NDDB কর্তৃক চাওয়া প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র online এ জমা করতে হবে।
- বিস্তারিত জানার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিরা NDDB এর website যথা https//www.nddb.coop/information/establishment-of-breed-multiplication-farms এর সাহায্য নিতে পারেন অথবা আগরতলার কৃষিবিদ্যাঙ্গিত ত্রিপুরা প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ের Dairy Cell এ যোগাযোগ করতে পারেন।

(ডা. কে. শশীকুমার)
অধিকর্তা
প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর
পি. এন. কমপ্লেক্স, আগরতলা

ICA/D-682/23

ফাইনালের লক্ষ্যে ভাইটাল ম্যাচে আজ পূর্ব, পশ্চিমের জোড় লড়াই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। দেওধর ট্রফির ভাইটাল ম্যাচ আগামীকাল। পূর্বাঞ্চল খেলবে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে। লীগ পর্যায়ের ম্যাচ হলেও ম্যাচটির গুরুত্ব যথেষ্ট। কেননা যে দল জয়ী হবে তারাই এবারের ফাইনালে পুনরায় দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে খেলার ছাড়পত্র পাবে। দক্ষিণাঞ্চল ইতোমধ্যে লীগ পর্যায়ের ম্যাচে চার ম্যাচে টানা জয় ছিনিয়ে ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। খেতাবি লড়াইয়ে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে কোনদল খেলবে তা নির্ভর করছে আগামীকাল পুদুচেরি গ্রাউন্ড টু-তে অনুষ্ঠিত পূর্বাঞ্চল বনাম পশ্চিমাঞ্চলের ম্যাচের ফলাফলের উপর। আগামীকাল আরও দুই মাঠে দুটি ম্যাচ রয়েছে একটিতে উত্তরাঞ্চল খেলবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে। অপর খেলায় মধ্যাঞ্চল খেলবে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, দক্ষিণাঞ্চল যথারীতি প্রথম ম্যাচে উত্তরাঞ্চলকে ১৮৫ রানে, পশ্চিমাঞ্চলকে ১২ রানে, উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নয় উইকেটে এবং পূর্বাঞ্চলকে ৫ উইকেটে হারিয়ে ফাইনাল খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। অপরদিকে পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল ৪ ম্যাচের মধ্যে তিনটি করে জয় ছিনিয়ে সম সংখ্যক পয়েন্টে সমপর্যায়ে রয়েছে। দুই দলই মরিয়া হয়ে আছে আগামীকালের ম্যাচে জয় পেয়ে নিজেদের ফাইনালিস্ট করে তুলতে। পূর্বাঞ্চল তাদের প্রথম ম্যাচে মধ্যাঞ্চলকে ৬ উইকেটে, দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে আট উইকেটে, পরের ম্যাচে উত্তরাঞ্চলকে ৮৮ রানে হারালেও দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে পাঁচ উইকেটে পরাজিত হয়েছে। অপরদিকে পশ্চিমাঞ্চল প্রথম ম্যাচে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নয় উইকেটে, মধ্যাঞ্চলকে এক উইকেটে, উত্তরাঞ্চলকে ছয় উইকেটে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচ পরাজিত হয়েছিল ১২ রানে দক্ষিণাঞ্চলের কাছে।

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 11 (Eleven) nos. CWSN Toilet during the year 2019- 20 & 2020-21 under Belonia MC, BC Nagar and Hrishyamukh Block, South Tripura District under Samagra Shiksha/3rd Call DRAFT NIT NO: 77/SE/ENGG.CELL/DSE/2022-23	Rs.28,05,000.00	Rs. 56,100.00	6 (Six) months	Up to 3PM 10/08/2023	At 11/08/2023 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
	Construction of 9 (Nine) nos. CWSN Toilet during the year 2019-20 & 2020-21 under Satchand Block, South Tripura District under Samagra Shiksha/2nd Call DRAFT NIT NO: 68/EE/ENGG.CELL/Samagra/2022-23	Rs. 22,95,000.00	Rs. 45,900.00	5 (Five) months	Up to 3PM 11/08/2023	At 14/08/2023 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
	Construction of 6 (Six) nos. CWSN Toilet during the year 2019-20 & 2020-21 under Poangbari and Satchand Block, South Tripura District under Samagra Shiksha/2nd Call DRAFT NIT NO:65/EE/ENGG.CELL/Samagra/2022-23	Rs. 15,30,000.00	Rs. 30,600.00	3(Three) months	Up to 3PM 11/08/2023	At 14/08/2023 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

(Er.S.DebBarma)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA/C-1642/23

চন্দ্রকান্ত স্মৃতি প্রাইজমানি ফুটবল আসর শুরু ৫ই, এনন্টি নিতে আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই। লটারি ক্লাবের উদ্যোগে এবং চন্দ্রকান্ত ট্রাস্টের সহযোগিতায় আগামী ৫ই আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে পঞ্চম চন্দ্রকান্ত ফাইভ এ সাইট ফুটবল প্রতিযোগিতা। চলবে ৬ ই আগস্ট পর্যন্ত। নেপালি বস্তি মাঠে অনুষ্ঠিত দুদিনের এই আসরে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দল গুলিকে আগামী ৩রা আগস্ট এর মধ্যে ৫০০ টাকা দিয়ে নাম নথিভুক্ত করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছে আয়োজক কমিটি। দুদিনের এই আসরে চ্যাম্পিয়ন দলকে১০০০০ টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি এবং রানার্স দলকে ৫০০০ টাকা প্রাইজমানি ও ট্রফি প্রদান করা হবে। আসরে কোন দলের ফুটবলারই খালি পায়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। আসরে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দলগুলোকে আগামী ৩রা অগাস্টের মধ্যে মদন ছেত্রী (নেপালি বস্তি), সুবল গোয়ালা (নেপালি বস্তি), এবং হরি শর্মা (মেলার মাঠ, ৭৬৪০৯৪৯৮৯৩) এই নম্বরে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আয়োজক কমিটির কনভেনার অনিল চন্দ্র দেবনাথ এক প্রেস বিবৃতিতে এ সংবাদ জানিয়েছেন।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
নাইন বুলেটস	৬	৫	১	০	২৩-৪	১৬
ব্লাডমাউথ	৬	৫	১	০	১৬-৩	১৬
কল্যাণ সমিতি	৭	৫	০	২	১৪-১২	১৫
পুলিশ	৭	৩	১	৩	৮-৯	১০
ভারতরত্ন	৭	২	২	৩	৯-১১	৮
মৌচাক	৭	২	০	৫	১১-১৭	৬
স্পোর্টস স্কুল	৬	১	১	৪	৭-১৪	৪
নবোদয়	৬	০	০	৬	৬-২৪	০

NIT NO: e-PT-02/P/EE/RDJRN/2023-24 Dt. 27/07/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Jirania Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender (two bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 09/08/2023 for procurement of 1st class brick & 2nd class strai tht picket and 1° Class Brick bats. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 9436953090. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

R D Jirania Division
Jirania, West Tripura

ICA/C-1652/23

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is invited for determining the single rate up to Agri. Main Seed Store (Kadamtala/ Panisagar/Kanchanpur) of different Agri/Horti Sub Division under North Tripura District for supply of 3200 nos. Jackfruit Grafts (var. Tripura Local) from accredited/approved/registered Nurseries of state/Central/NHB accredited of the state/outside of Tripura.
Tender form will be available at the office of the Deputy Director Horticulture, North Tripura District, Dharmanagar up to 09/08/2023 in all working days on Payment of Rs. 500/- (non refundable) in favour of the Deputy Director Horticulture, North Tripura District, Dharmanagar in the form of Demand Draft (DD). Tender forms may also be downloaded from the web site https://horti.tripura.gov.in and in that case the tender fee to be submitted during submission of the tender documents.
Tender dropping date up to 3:30 p.m. on 09/08/2023
Tender opening date 4:00 p.m. on 09/08/2023, if possible.
The Estimated cost Rs. 1, 28,000/-
Earnest money deposit Rs. 6400/- in favour of the Deputy Director Horticulture, North Tripura District, Dharmanagar in the form of Demand Draft (DD).

Dy. Director of Horticulture
North Tripura District, Dharmanagar

ICA/C-1646/23

Notice Inviting Tender

The Additional Project Director(Tourism) Cum Managing Director, TTNCL, Swetmahal, Agartala, Tripura invites Item rate e-Tender, from eligible Bidders tor Construction and completion of the works of Tourism Destination for Development of Sonamukhi Eco Accommodation and Adventure Park and Rehabilitation of Unakoti Tourist Lodge at Kailashahar vide tender ID No. 2023_ADBTT_40428_1,dated 28-07-2023. For more details, kindly visit https:// tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail.
This is for your kind information and necessary action please.

Additional Project Director(Tourism)
Cum Managing Director, TTDCI.

ICA/C-1636/23

বি-ডিভিশন ফুটবল : জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ কল্যাণ সমিতির

কল্যাণ সমিতি: ৩ ভারতরত্ন সংঘ: ১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। কল্যাণ সমিতির কাছে পরাজিত ভারতরত্ন সংঘ। ফের জয় ছিনিয়ে লিগ অভিযান শেষ করেছে কল্যাণ সমিতি। চ্যাম্পিয়ন, রানার্স কে উঅধরা হলেও ৮ দলীয় বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে এপর্যন্ত ৫টি জয়ের সুবাদে কল্যাণ সমিতি তৃতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কল্যাণ সমিতির পক্ষে এটাও দারুন খবর। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন ফুটবলের আসর এখন শেষ পর্যায়ে। ৮ দলীয় আসরের ২৬ তম ম্যাচে আজ, সোমবার কল্যাণ সমিতি ৩-১ গোলের ব্যবধানে ভারতরত্ন সংঘকে পরাজিত করে পঞ্চম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। ৫ ম্যাচে জয়ের সুবাদে ১৫ পয়েন্ট পেয়ে কল্যাণ সমিতি পয়েন্ট তালিকার তৃতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ, সোমবার বিকেলের প্রথমার্ধের খেলা এক এক গোলে ড্র তে বিরাজ করছিল। ১২ মিনিটের মাথায় ব্যঞ্জামিনের প্রথম গোল কল্যাণ সমিতিকে এক শূন্যতে এগিয়ে দেয়। তবে ১৯ মিনিটের মাথায় ভারতরত্ন সংঘের কেলভিন ডার্লিং গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। ডিপি আর্থে একচেটিয়া খেলে কল্যাণ সমিতি। ৫৫ মিনিটের মাথায় বেঞ্জামিনের দ্বিতীয় গোল এবং ৭২ মিনিটের মাথায় লাল থেলানের গোলে ব্যবধান ৩-১ হয়। পরবর্তী সময়ে দুদলের মধ্যে পরস্পরবিরোধী খেলা দেখা গেলেও আর গোলের সুযোগ কেউ বের করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ব্যঞ্জামিনকে আবার রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন খেলায় অসদাচরনের দায়ে। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, কার্তিক দাস, শিবজ্যোতি চক্রবর্তী ও প্রতাপ দাস। দিনের খেলা: ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম ব্লাড মাউথ ক্লাব, বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

আন্তর্জাতিক আরবিটর হলেন অনুপম ভট্টাচার্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরার দ্বিতীয় এবং দেশের দ্রুততম আন্তর্জাতিক আরবিটরের সম্মান পেলেন অনুপম ভট্টাচার্য। সোমবার ফিডে থেকে আনুপমের আন্তর্জাতিক আরবিটর হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর আগে প্রদীপ কুমার রায় ওই সম্মান পেয়েছিলেন। মাত্র ১ বছরের অনুপম ওই সম্মান পেলেন। সম্ভবত দেশের প্রথম আরবিটর হিসাবে অনুপম দ্রুত ওই সম্মান অর্জন করলেন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যের বিদ্যুৎপরিষেবা বেহাল অবস্থার অভিযোগ আগরতলায় সিপিএম'র ধর্না। ছবি নিজস্ব।

জাতীয় সেবা প্রকল্পের কর্মসূচি ছাত্রছাত্রীদের দেশাত্ববোধের ভাবনায় বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রক'ত স্থান। ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে নরম মাটির মতো। তাদের যেভাবে গড়ে তোলা হবে তারা সেভাবেই গড়ে উঠবে। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঠিক মার্গদর্শন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আজ আগরতলার রামনগরস্থিত বাণী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আয়োজিত জাতীয় সেবা প্রকল্পে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে এই শিবিরের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জাতীয় সেবা প্রকল্পের কর্মসূচি ছাত্রছাত্রীদের দেশাত্ববোধের ভাবনায় বিকশিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। জাতীয় সেবা প্রকল্পের শিবিরে আলোচিত কর্মসূচিগুলির তাৎপর্য ছাত্রছাত্রীদের হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করা উচিত। এনএসএস শিবিরগুলিতে মূলত দেশের উন্নয়নে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের কি কি কাজ করতে হবে সেই বিষয়গুলি সর্বাধিক প্রাধান্য পায়। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, সর্বক্ষেত্রে নিজের সেরাটা উজার করে দিতে হবে। আমরা যা শিখবো তার গভীরে যেতে হবে। তবেই ভবিষ্যতে পরিপূর্ণতার বিষয়টি উঠে আসবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় প্রচুর সংখ্যায় এনএসএস ইউনিট রয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে রাজ্যের এনএসএস ছাত্রছাত্রীরা সুনামের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার অর্জন করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন স্কুলে মার্ট ক্লাসরুম চালু রয়েছে। তবে বই পড়ার অভ্যাস বজায় রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বই পোকা নয়, খেলাধুলা সহ সামাজিক বিভিন্ন কাজেও নিজেদের নিয়োজিত করতে হবে। এরফলে ছাত্রছাত্রীরা সম্পর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। আগামী দিনে দেশ ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন, গতানুগতিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিকেও বিদ্যালয়ের পাঠদানে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষা ও উপদেশ শিক্ষার্থীদের মনের গভীরে রেখাপাত তৈরি করে, যা তাদের এগিয়ে যাওয়ার পথকে সুগম করে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আপোষহীন নীতি নিয়ে কাজ করছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকারের পাশে থেকে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি 'প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা অভিযান' এবং বাল্য বিবাহ রোধেও মুখ্যমন্ত্রী এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা নিতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে চলতি অর্থবছরের বাজেটে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০০ জন ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি প্রদান করার সংস্থান রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতবছর 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এবছর 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসমস্ত কর্মসূচিতে দেশপ্রেম ভাবনারই প্রতিফলন ঘটে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, এনএসএস কর্মসূচিগুলি বর্তমানে সময়োপযোগী এবং প্রয়োজনীয়। নিজেকে তৈরি করার পাশাপাশি অন্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে এনএসএস বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তিনি বলেন, রক্তদান মহৎ দান। রক্তদানের মাধ্যমে একজন মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচানোর পাশাপাশি নিজেকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। বর্তমান রাজ্য সরকার গুণগত শিক্ষা সম্পসারণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রন, ত্রিপুরা স্টেট এনএসএস'র লিয়াসন অফিসার তথা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. চিত্রজিৎ ভৌমিক, স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাণী বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার শ্যামল দে। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা যশোদা রিয়াং। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সংগীত ও লোকনৃত্য পরিবেশন করেন।

কসবা কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে ঃ পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। কসবা কালী মন্দির ও কমলাসাগর দীঘিকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এজন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে ১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প রূপায়িত হবে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতায় ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম এই প্রকল্প রূপায়ণ করবে। আজ কমলাসাগরের কসবা কালী মন্দির প্রাঙ্গণের মুক্তমে' আয়োজিত বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা জানান। মে' একটি চারা গাছে জল সি'ণের মধ্য দিয়ে তিনি বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সূচনা করেন। পর্যটনমন্ত্রী ও অনুষ্ঠানের অতিথিগণ পরে কমলাসাগর দীঘির পাড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপন করেন ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আমরা যেভাবে সন্তানকে আদর যত্ন করে বড় করে তুলি সেভাবেই একটি গাছের চারাকেও যত্ন করে বড় করতে হবে। তবেই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির সাফল্য আসবে। তিনি বলেন, রক্তদানের মত বর্তমানে বৃক্ষরোপন কর্মসূচিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপনে সামিল হতে তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যুবক যুবতীদের আত্মনির্ভর করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হলে বিকল্প রোজগারের পথ আরও প্রসারিত হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ছন্দা দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পুলিশ সুপার জে রে'ি, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম চাকমা, পর্যটন দপ্তরের সহ অধিকর্তা মৃণালকান্তি দাস প্রমুখ। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরোপনের পর পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পর্যটন দপ্তর ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে কসবা কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করে পর্যটন ক্ষেত্রের বিকাশে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বক্সনগর ও ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের লক্ষ্যে বিজেপির নানা সাংগঠনিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। সোনামুড়া মহকুমার দুটি বিধানসভা কেন্দ্র যথাক্রমে একজন প্রয়াত এবং অপরজন পদত্যাগ করায় বিধায়ক শূন্য হয়ে যায়। এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্র হল বক্সনগর এবং ধনপুর। রাজ্যে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার আসন্ন উপ নির্বাচন ভেবে দুটি কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একযুগে ৫৯ টি বুথ কেন্দ্রে রাজ্য বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে মন্ত্রী বিধায়কদের দ্বারা বিশেষ বুথ স্বশক্তিকরণ কর্মসূচি পালন করেছিলেন। সম্প্রতি বক্সনগর কেন্দ্রের বাম বিধায়ক শামসুল হক প্রয়াত হওয়ায় বিধায়ক শূন্য হয়ে যায় কেন্দ্রটিতে।তাই ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কায়দায় বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে ৫১ টি বুথে এক যুগে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বদের দ্বারা বিশেষ বুথ স্বশক্তিকরন কর্মসূচি পালিত হয়।এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায় থেকে শুরু করে পাপিয়া দত্ত এবং অমিত রক্ষিতের মতো শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা অংশগ্রহণ করেন।বিশেষ বুথ স্বশক্তিকরণ অভিযানে যে শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা দায়িত্ব পেয়েছেন তাদের স্বাগত জানানোর জন্য দুটি স্থানে অফিস কক্ষ করা হয়।একটি ভেলুয়ারচর কমিউনিটি হল এবং অপরটি সোনামুড়া বালিকা বিদ্যালয়। এই দুটি স্থান থেকে সকাল ৯ ঘটিকায় বিস্তারক যোজনার নেতৃত্বদের স্বাগত জানিয়ে বুথে বুথে বুথের গাইডার দিয়ে মন্ডলের পক্ষ থেকে প্রেরণ করেন। তাদেরকে উত্তরীয় ও পুষ্প দিয়ে মন্ডলের পক্ষ থেকে বরণ করেন মন্ডলের কার্যকর্তারা। বিস্তারকদের মন্ডলের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় টিফিন,জল এবং বিস্তারক যোজনার গুরুত্বপূর্ণ নথি।সকাল ১০ ঘটিকা থেকে শুরু হয়ে যায় এক যুগে ৫১ টি বুথের কার্যক্রম।উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টিআরটিসির চেয়ারম্যান অভিজিৎ দেব,বিধায়িকা অন্তরা সরকার,মিনারানী সরকার, অশোক সিনহা, মৌসুমী দাস, ডালিয়া সিনহা,অস্মিতা দেব,ঝর্না দেববর্মা,মিমি মজুমদার,তাপস দাস সহ আরো অনেকে।এই এক দিবসীয় বিস্তারক যোজনার কর্মসূচি পেয়ে বিজেপির সাধারণ কার্যকর্তাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনায় লক্ষ্য করা।গোটা বিধানসভা এলাকায় উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেছে।এই বিস্তারক যোজনার কর্মসূচি বক্সনগর মন্ডল সভাপতি, বিজিত প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন এবং মন্ডল ও জেলার দায়িত্ববান কার্যকর্তারা অতিথি বিস্তারকদের আপ্যায়ন থেকে শুরু করে সমস্ত দায়িত্ব খুব সুন্দর ভাবে পালন করে গেছেন।এই বিস্তারক যোজনার মধ্যে দিয়ে সংখ্যালঘুরা উপনির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যের অভিভাবক পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন।

ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে লোকসঙ্গীত প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ অনূর্দ্ধ ১৪ বছর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে রাজ্য ভিত্তিক লোকসঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। রাজ্য জুড়ে প্রতিযোগীদের বাছাইপর্ব শুরু হবে আগামী ৬ই আগষ্ট থেকে। ধর্মনগর থেকে অমরপুর - রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুই শতাধিক ছেলে-মেয়ে এই প্রতিযোগিতার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছে। আগামী ৬ই আগষ্ট থেকে বাছাইপর্বের কাজ শুরু হবে। কবে কোথায় বাছাইপর্ব হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। আগামী নভেম্বরে চূড়ান্ত বাছাইপর্বের মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীর নাম ঘোষণা করা হবে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে পনের হাজার, দশ হাজার এবং পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানাধিকারী পাবে দুই হাজার টাকা করে সান্ত্বনা পুরস্কার। সকল প্রতিযোগীকে অভিজ্ঞান পত্র দেওয়া হবে। লোকসঙ্গীত হচ্ছে মাটির গান, মানুষের গান, প্রাণের গান। এই লোকসঙ্গীতকে আরো জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

বিলোনীয়ায় ফেন্সিডিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ জুলাই।। বিলোনিয়া থানা বিশেষ অভিযান চালিয়ে গাড়ি সহ তিন কার্টুন ফেন্সিডিল আটক করে। যদিও বা এই ঘটনায় পুলিশ কাওকে আটক করতে পারেনি,অবৈধ মাল সহ গাড়িটিকে থানাতে আটক করে নিয়ে আসে।রবিবার গভীর রাতে বিলোনিয়া থানার পুলিশ একটি অল্টো গাড়ির পিছু ধাওয়া করে ঋষ্যমুখ ব্লকের গজারিয়া দেবীপুর এলাকাতে গাড়িটিকে আটক করে। উদ্ধার করে তিন কাটুন ফেনসিডিল এই তিন কার্টুনে মোট ২৩৫ বোতল ফেনসিডিল ছিল বলে জানা যায়, অবৈধ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা গেলেও গাড়ি চালককে আটক করতে পারেনি পুলিশ। বিলোনিয়া থানার পুলিশ এনডিপিএস এক্টে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে , বিলোনিয়া থানাতে মামলার নম্বর ৫১/২৩। যার বাজার মূল্য দেড় লক্ষ টাকার উপর হবে বলে অনুমান করা যায়। পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে পুলিশের অনুমান যদিও এই ঘটনায় কাওকে আটক করতে পারে নি পুলিশ।

নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুলের প্রাক্তনীদের এলামনির নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুলের প্রাক্তনীদের এলামনির নতুন কমিটি হলো। ২৭ জনের এই কমিটি সভাপতি হলেন ডক্টর বিন্দু পাল সহ-সভাপতি ঝিল্লি চৌধুরী, গোপাল দেবনাথ। সাধারণ সম্পাদক হলেন অর্ঘ্য সাহা। কোষাধ্যক্ষ হলেন অজিতেশ রায়চৌধুরী। গতকাল সাধারণ সভায় সর্বসম্মত ক্রমে এই নতুন কমিটি গঠিত হয়।

দুইদিন ব্যাপীই এম পি ও ডব্লিউ ই আর সামিট আগামীকাল থেকে গান্ধীনগরে শুরু

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই, ২০২৩ (পি আই বি): দু'দিন ব্যাপী জি-২০ ই এম পি ও ডব্লিউ ই আর সামিট এম্পাওয়ার সামিট গুজরাটের গান্ধীনগরে ১ আগস্ট শুরু হবে। এর মূল বিষয় হচ্ছে, নারী চালিত উন্নয়ন : এক টেকসই সর্বব্যাপী এবং ন্যায়পরায়ণ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে সুনিশ্চিতকরণ।

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ এবং সংখ্যলঘু বিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি গান্ধীনগরে জি-২০ ই-এম-পি-ও-ডব্লু-ই-আর সামিট-এর উদ্বোধন করবেন। এতে জি-২০ দেশ সমূহ, আন্তর্জাতিক সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং নীতি প্রণেতা ও অংশীদাররা এতে অংশগ্রহণ করবেন।

জি-২০-কে ভারতের জনগণের কাছে নিয়ে যেতে 'জন ভাগীদারী'-র (সিটিজেন'স কানেক্ট প্রোগ্রাম) আওতায় 'জি-২০ এম্পাওয়ার ২০২৩' 'মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতায়ণ ও প্রগতি'-এর সংগে সম্পর্কিত প্রসঙ্গ সমূহ অবলম্বনে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক-এর সহযোগিতায় ভারতে ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিল মাসে 'জি-২০ এম্পাওয়ার ২০২৩'-এর আওতায় দুইটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যার ফলাফল 'এম্পাওয়ার কমিউনিক'-এ প্রতিফলিত হবে।

এই উদ্বোধনী অধিবেশন কালে 'জি-২০ এম্পাওয়ার টেক ইক্যুইটি ডিজিটাল ইনক্লুশন প্ল্যাটফর্ম', বেস্ট প্র্যাকটিসেস প্লেবুক, ক-এপি-আই ড্যাশবোর্ড, এবং জি-২০ এম্পাওয়ার কমিউনিক ২০২৩-এর প্রয়োগ-রূপায়ণ সহ এই বছর জি-২০ এম্পাওয়ার আলোচ্যসূচির আওতায় প্রধান প্রধান ফলাফল সমূহের সূচনা করা হবে।এই উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশেষজ্ঞ বক্তাদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ এবং আয়ুশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডঃ মুঞ্জপারা মহেন্দ্রভাই, কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সচিব ইন্দেভর পান্ডে, ওয়ার্ল্ ব্যাঙ্ক-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট লক্ষ্মী শ্যাম সুন্দর, রাষ্ট্রসংঘ মহিলা সংগঠনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শ্রীমতী সীমা বাহোয়াস এবং অন্যান্যরা। ভারতের প্রেসিডেন্সি-র আওতায় এম্পাওয়ার-এর যাত্রাপথে জি-২০ এম্পাওয়ার-এর চেয়ার ডঃ সংগীতা রেড্ডি।

মহিলা মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস'র উদ্যোগে নানা কর্মসূচি

আগরতলা, ৩১ জুলাই।। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবকে কেন্দ্র করে ভারত সরকার এবছর যে স্লোগানকে সামনে নিয়ে এসেছেন তা হল 'মেরী মাটি মেরা দেশ'। এই স্লোগানকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরা রাজ্য এনএসএস সেল যে আহ্বান রেখেছেন, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে। ৩১ শে জুলাই একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও বৃক্ষরোপণ, সাফাই অভিযান এবং গৃহহীন হতদরিদ্র মানুষদের হাতে কাপড় ও শুকনো খাবার তুলে ছিল। রাজ্য থেকে কলসি ভরে মাটি এনে বীরসৈনিকদের বিভিন্ন স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারত সরকার এবছর তৈরি করতে যাচ্ছেন অমৃত বাটিকা। আমরা ও আমাদের রাজ্যের বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবার অভিযোগ বিক্ষোভ সিপিআইএম কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। তীব্র দাবদাহে মানুষ নাজেহাল পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। এরই মধ্যে বিদ্যুৎ যন্ত্রনায় জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে আজ সিপিআইএমের কর্মী সর্মথকরা ভুতুরিয়াস্থিত বিদ্যুৎ নিগমের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।সিপিআইএমের জনৈক কর্মীর অভিযোগ, ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বড় ধরনের প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি দিনে এবং রাতে বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুৎ থাকছে না। তীব্র দাবদাহে মানুষ নাজেহাল পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। তার মধ্যে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলের উন্নত বিদ্যুৎ পরিষেবা আজ ভেঙে পড়েছে। রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা কেন ভেঙে পড়েছে, এদিন রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন তাঁরা।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। প্রয়াত হলেন কমলেশ্বর সিনহা। তার ছেলে ডেইলি দেশের কথা পত্রিকার সাংবাদিক রাহুল সিনহা। সাংবাদিক রাহুলের পিতৃবিয়োগে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। শোকাহত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। সোমবার বিকালে শিবনগর নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। রেখে গেছেন স্ত্রী পুত্রসহ অনেক গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজনদের।

বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য শাখা , ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদ, এবং ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন যৌথ ভাবে আজ পনের দফা দাবি নিয়ে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা র সঙ্গে সাক্ষাত করে। এর পর সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে দাবী গুলি সম্পর্কে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মুখ্য মন্ত্রী দাবী গুলির যৌক্তিকতা শিকার করেন বলে পবিত্র কর জানান। দাবী গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো গত তিন মাস ধরে তীব্র খরার জন্য কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করার দাবী জানানো হয়।পবিত্র কর, ভানুলাল সাহা এবং রাধাচরন দেববর্মা দাবী গুলি সম্পর্কে বিস্তারি আলোচনা করেন। মুখ্য মন্ত্রী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে শ্রী করা জানান। মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন পবিত্র কর, ভানুলাল সাহা, রাধা চরন দেববর্মা, শ্যামল দে, প্রনব দেববর্মা।

গন্ডাছড়ার এমআর দাস পাড়ার জয়দেব দাসের পরিবারের অবস্থা করুণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। গন্ডাছড়া এম আর দাস পাড়ার বাসিন্দা জয়দেব দাসের স্ত্রী গত শুক্রবার রাতে অকাল মৃত্যুবরণ করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার সকালে এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং জয়দেব দাসের বাড়িতে ছুটে যান। সেখানে জয়দেব দাসের করুন অবস্থা দেখে এমডিসি'র মাথা চড়ক গাছ। কারণ জয়দেব দাস এসপিও ক্যাম্প সংলগ্ন রাস্তার পাশে যেভাবে একটি ঝুপড়ির মধ্যে তার পরিবার নিয়ে জীবন যাপন করছে সত্যিই এরকম ভাবে মানুষ বসবাস করতে পারে না। এরকম একটি বেদনাদায়ক দৃশ্য এমডিসি কোনমতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক এবং ডুম্বুরনগর ব্লক আধিকারিককে ফোন করে বিষয়টি অবগত করান এবং দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এদিন জয়দেব দাসের বাড়ি পরিদর্শনকালে সেখানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কিষাণ মোর্চা রাজ্য কমিটির সদস্য গোপাল সরকার, রাইমাভ্যালী মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক আদিত্য সরকার সহ পঞ্চরতন ভিলেজের একঝাঁক নেতৃত্ব। পরিদর্শন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বামুটিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় নেশা কারবারিদের দৌরাত্ম্য, গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ড্রাগস কারবারিদের দৌরাত্ম দিনের পর দিন বেড়েই চলছে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায়। এমনই দুই দুইটি ঘটনা ঘটে শনিবার এবং রবিবার।শনিবার রাতে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত কালিবাজার এলাকায় ড্রাগস সেবন করার সময় দুই যুবককে আটক করে স্থানীয়রা পরবর্তী সময়ে খবর দেয় বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া ফাঁড়ি পুলিশ এবং দুই যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় থানায়। প্রাথমিক ভাবে জানা যায় একজনের বাড়ি কালীবাজার জামাই চৌমুনী এলাকায় আরেকজনের বাড়ি রথখলা এলাকায়।তাদের মধ্যে একজন ড্রাগস সেবনকারী এবং আরেকজন ড্রাগস বিক্রেতা। পরবর্তী সময়ে তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।এরই মধ্যে আবারও রবিবার বিকেলে বামুটিয়া ফাঁড়ির অন্তর্গত দক্ষিণ রাঙ্গুটিয়া এলাকায় একটি রাবার বাগানে বসে ড্রাগসের কেস থেকে কৌটার মধ্যে ড্রাগস ঢুকানোর সময় বাগানের মালিক বিষয়টি লক্ষ্য করলে তাদের সামনে এগিয়ে যায় এবং তাদেরকে আটক করার চেষ্টা করলে তারা বাগান মালিককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চলে যায়।এদের মধ্যে রূপু দেব উরফে গঙ্গা এলাকার পরিচিত অবৈধ নেশা কারবারি বর্তমানে ড্রাগস কারবারিক এবং পিন্টু রায় উরফে তুবলু আরেকজন ড্রাগস এবং নেশার টেবলেট বিক্রেতা। এবং তাদের সঙ্গে এক নাবালককে চিহ্নিত করে বাগান মালিক।তিনি জানান দীর্ঘদিন ধরে তারা এই বাগানে বসে এই কাজ করছেন কিন্তু তাদের হাতেনাতে ধরতে পারেনি আজ তাদের হাতেনাতে ধরতে গেলে বাগান মালিককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে তারা পালিয়ে যায়।এই বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ অর্থাৎ বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানা যায় পুলিশ তাদের বিষয়টি জানেন এবং তাদেরকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করছেন।কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন ড্রাগস কারবারিকেও জালে তুলতে পারেনি পুলিশ এই বিষয়ে গোটা এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে নানান প্রশ্ন। ড্রাগস কারবারি রূপু দেব (গঙ্গা),পিন্টু রায়(তুব লু),বাপন দাস এদের কবলে পরে ধ্বংসের পথে যুব সমাজ।এদের লক্ষ্য মূলত ১৮ বছরের ছোট ছেলেরা এবং এতে তারা তাদের ড্রাগসের সাম্রাজ্য কায়েম রেখেছে।উদাসীন পুলিশ প্রশাসন।সম্প্রতি কয়েক দিনের মধ্যে একাধিক ড্রাগস সেবনকারী আটকের ঘটনা ঘটে লেফুঙ্গা থানার অধীন বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় যাদের মধ্যে ৯০ শতাংশ নাবালক এবং প্রতি ক্ষেত্রেই ড্রাগসের টাকার যোগান দিতে গিয়ে চুরি করতে এসে ধরা খেলেন এবং ড্রাগস সেবন করার সময় ।যা একটি ভয়ানক আগামীর দিকে যুব সমাজকে ঠেলে দিচ্ছে।সূত্র মারফত জানা যায় তাদের মাথায় রয়েছে অদৃশ্য ক্ষমতার হাত।তবে এমন অবস্থায় বামুটিয়া এলাকার জনগণের জোরালো দাবি যে এই বিষয়ে পুলিশ কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।